পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, অর্থ দপ্তর

ডঃ অমিত মিত্রর

বাজেট বিবৃতি

২০১৯–২০২০

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহান সদনে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করছি।

১

মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের দেশ এখন এক ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান—সি.বি.আই., ই.ডি., আর.বি.আই., ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিকাল কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট, GST কাউন্সিল ও স্পষ্টবাদী সাংবাদিকদের উপর আঘাত নেমে আসছে। একদিকে ধ্বংসাত্মক নোটবন্দির ধাক্কা, তার উপর প্রস্তুতিহীন অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে GST চালু করে দিয়েছে, বাংলার তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর এক চরম আঘাত এসে পড়েছে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের এই হস্তক্ষেপের প্রবণতার থেকে সুপ্রিম কোর্টের মতো মহৎ প্রতিষ্ঠানও রেহাই পায়নি। আর.বি.আই.-এর গভর্নর, তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করেছেন। একইভাবে, ন্যাশানাল স্ট্যাটিসটিক্যাল কমিশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সদস্য পদত্যাগ করেছেন, কেননা সরকার তাঁদের তৈরি বেকারত্বের উপর নেতিবাচক তথ্য গোপন করতে চেয়েছিল — এখন কিন্তু ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। দেশের সমস্ত মানুষ এখন জেনে ফেলেছে যে, গত ৪৫ বছরের মধ্যে বেকারত্বের সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি হয়েছে গত ২০১৮ সালে।

আমাদের সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর দৃঢ় ও অদম্য কণ্ঠস্বর বারংবার এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের হয়ে গর্জে উঠেছে।

আজ সমগ্র ভারতবাসী উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, কেন্দ্রের এই বর্তমান সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি কেবল অলীক স্বপ্ন মাত্র। দেশের কৃষক ভাইদের রোজগার দ্বিগুণ

করার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। সে স্বপ্ন তো পূরণ হয়ই নি, বরং তাদের জীবন আরও দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। এরকম অবস্থা সহ্য করতে না পেরে দেশের কিছু রাজ্যে বেশ কয়েক হাজার কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।

বহু রাজ্যে যেখানে কৃষক ভাইরা এরকম দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন, সেখানে বাংলায় তাদের গড় আয় ২০১০-১১ সালের ৯১,০২০ টাকা থেকে তিনগুণ বেড়ে ২০১৭-১৮ সালে ২,৯১,০০০ টাকা হয়েছে। এটা দেশের মধ্যে একটা নজিরবিহীন সাফল্য।

বর্তমান কেন্দ্রের শাসকদল, ২০১৪ সালের ভোটের প্রচারের সময় দেশের মানুষকে বলেছিলেন যে ক্ষমতায় এলে তারা দেশের বাইরে গচ্ছিত কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনবেন। কালো টাকা ফিরিয়ে আনা তো দূরের কথা বরং বিগত বছরগুলিতে আমরা দেখলাম যে দেশের কিছু বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষের কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে লুঠ করে বিদেশে চলে গেছেন।

ব্যাঙ্কগুলির উপর এরকম ভয়ংকর আঘাত আসার ফলে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ICU-তে চলে গেছে। যেখানে ২০১৪ আর্থিক বছরে মোট এন.পি.এ. ছিল ২,০৯,৮৪০ কোটি টাকা সেখানে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে তা দাঁড়িয়েছে ১০,৩৬,১৮৭ কোটি টাকা — যা প্রায় পাঁচ গুণ বেশি।

মাননীয় সদস্যগণ ঃ

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে মেয়াদ শেষ হওয়ার মুখে একটি অভিসন্ধিমূলক এক্সপায়রি বাজেট পেশ করেছেন।

আপনারা এও জানেন যে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সেই বাজেটের উপর তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

এরকম অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী ও সামাজিক বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তির বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী রুখে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর এই বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং সক্রিয় নেতৃত্ব দেশকে আজ পথ দেখাচ্ছে।

আমি আবারও বলছি এই রাজ্যের মা-মাটি-মানুষের সরকার সমাজে বিভেদ সৃষ্টিকারী ও ফ্যাসিস্ট শক্তির কোনোরকম ষড়যন্ত্রকে বরদাস্ত করবে না।

অর্থনৈতিক সাফল্য

মাননীয় সদস্যগণ,

আমরা যখন সরকারে এলাম, তখন রাজ্যের জি.ডি.পি. ছিল ৪ লক্ষ ৬১ হাজার কোটি টাকা। ২০১৮-১৯-এ রাজ্যের জি.ডি.পি. ১১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটিতে পৌঁছচ্ছে।*

প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের জি.ডি.পি. বৃদ্ধির হারে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলা ১ নম্বর স্থান অধিকার করেছে।**

২০১৭-১৮-এ যেখানে ভারতবর্ষের শিল্পের বৃদ্ধির হার ৫.৫৪ শতাংশ, সেখানে বাংলার শিল্পের বৃদ্ধির হার ১৬.২৯ শতাংশ — ৩ গুণেরও বেশি। ***

একইরকমভাবে, বাংলা দেখিয়ে দিয়েছে ফিসক্যাল ডিসিপ্লিন কাকে বলে — রাজস্ব ঘাটতি ২০১০-১১ সালের ৩.৭৫ শতাংশ থেকে নেমে, দাঁড়িয়েছে ০.৯৬ শতাংশতে। একইভাবে, আর্থিক ঘাটতি, ২০১০-১১ সালে ৪.২৪ শতাংশ থেকে নেমে ২০১৭-১৮ সালে দাঁড়িয়েছে ২.৮৩ শতাংশ-এ।

রাজ্যের নিজস্ব কর আদায়

রাজ্যের কর বাবদ আয় ২০১০-১১ সালের ২১ হাজার ১২৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ সালে ৫৭ হাজার ৭০০ কোটি টাকা হয়েছে। যা আড়াই গুণেরও বেশি বৃদ্ধি।

রাজ্য পরিকল্পনা ও মূলধনী ব্যয়

২০১১ সাল থেকে আমাদের সরকার রাজ্য পরিকল্পনা খাতে ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি এবং মূলধনী খাতে ৯২ হাজার কোটি টাকা সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যয় করেছে।

---

* (AE)

** GSDP Growth Rate at Current Prices-2017-18, P.E (Source : C.S.O, Govt. of India Dated : 28.08.2018)

*** (Source : C.S.O, Govt. of India Dated : 31.07.2018, P.E)

৩

উন্নয়নের এক নতুন নিদর্শন

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিগত সাড়ে ৭ বছর ধরে নিরলস উন্নয়নের ধারা রাজ্যের প্রতিটি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

আমাদের রাজ্যে খাদ্যের উৎপাদন ২০১০-১১ সালে যেখানে ছিল ১৪৮ লক্ষ ১০ হাজার মেঃ টন সেখানে ২০১৭-১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮২ লক্ষ ৯২ হাজার মেঃ টন। এরই মধ্যে উৎপাদিত শস্য গুদামজাত করার ক্ষমতার দিক থেকেও ৬৩ হাজার মেঃ টন-এর জায়গায় ৯ লক্ষ ১৬ হাজার মেঃ টন হয়েছে — যা প্রায় ১৫ গুণ বৃদ্ধি। এছাড়াও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, কৃষি জমির ক্ষেত্রে খাজনা ও মিউটেশন ফি ১০০ শতাংশ মকুবের ব্যবস্থা করেছেন।

এখন 'খাদ্যসাথী' প্রকল্পে স্বল্পমূল্যে, ৮ কোটি ৮২ লক্ষ মানুষকে কম দামে খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

'ধান দিন চেক নিন' স্কিমে এখন থেকে ন্যায্য মূল্যে শস্য কেনার দাম কৃষকদের সরাসরি মেটানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

রাজ্যের ১ লক্ষ কৃষককে বর্ধিত হারে ১ হাজার টাকা করে মাসিক পেনশন দেওয়া হচ্ছে।

গত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৩২ লক্ষ কৃষক পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে সরকার ১,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

এরাজ্যের 'বাংলা ফসল বিমা যোজনা'-য় এখনও পর্যন্ত ২৪ লক্ষ কৃষককে নথিভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে চাষিদের প্রদেয় প্রিমিয়ামের অংশটিও পুরোপুরি রাজ্য সরকার দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পনায় নানা ধরনের হস্তক্ষেপ করার ফলে রাজ্যের চাষিদের স্বার্থে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই প্রকল্প পুরোপুরি রাজ্যের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেয় (২০%) অংশও রাজ্য সরকারই মেটাবে।

‘জল ধরো জল ভরো’ কর্মসূচির অধীনে বিগত সাড়ে সাত বছরে ২ লক্ষ ৬২ হাজার জলাশয়কে সংস্কার ও খনন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিফলতার জন্য রাজ্যের যে সব জায়গায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নেই, সেইসব জায়গায় আমরা ২৬৩১টি প্রাইমারি এগ্রিকালচার কো-অপারেটিভ সোসাইটি (PACS)-কে ব্যাঙ্ক হিসেবে পরিণত করছি।

বাণিজ্যিকভাবে লেয়ার পোল্টি্র এবং মাংসের জন্য ব্রিডিং পোল্ট্রির খামারকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটি নতুন ইনসেনটিভ স্কিম চালু করা হয়েছে। ডিম উৎপাদনে রাজ্য স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে বিপুল পরিমাণে হাঁস ও মুরগির ছানা বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

রাজ্যের ‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্পে ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার ছাত্রী নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমানে কন্যাশ্রীর ক্ষেত্রে আয়ের সীমা তুলে দিয়ে রাজ্যের ১৩-১৯ বছর বয়সি সমস্ত কন্যাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও আর্টস ও কমার্স ছাত্রীদের ২,০০০ টাকা এবং সায়েন্স ছাত্রীদের ২,৫০০ টাকা করে প্রতিমাসে বৃত্তি দেওয়া শুরু হয়েছে। রাজ্যের গর্বের ‘কন্যাশ্রী’-কে দৃষ্টান্ত করে নদিয়ার কৃষ্ণনগরে কন্যাশ্রী ইউনিভার্সিটি তৈরির পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে।

‘রূপশ্রী’ প্রকল্পে ২০১৮’র ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩২০ কোটি টাকা খরচ করে ১,২৬,০০০ জন মেয়েকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

‘মানবিক’ প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ২,৩৫,০০০ মানুষ সুবিধা পেয়েছেন যার জন্য ১২৬ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

আপনাদের আরো জানাচ্ছি — রাজ্যে ৪২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থা সুলভ হয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার ২০১১ সালে যেখানে ছিল প্রতিহাজারে ৩২ এখন তা কমে হয়েছে ২৫। প্রসূতি মৃত্যুর হার এখন ১১৩ থেকে কমে ১০১-এ এসে দাঁড়িয়েছে। আর প্রসূতি সদনে প্রসবের হার এখন ৯৭.৫ শতাংশ। ২০১১ সালের আগে পর্যন্ত এই রাজ্যে একটিও SNSU ছিল না। কিন্তু এখন ৩০৭টি SNSU-তে রাজ্যের শিশুদের চিকিৎসা চলছে। আবার বিগত সাড়ে সাত বছরে, SNCU-এর সংখ্যা ৬ থেকে বেড়ে ৬৮টি হয়েছে।

এখন রাজ্যের গরিব মানুষদের নিখরচায় চিকিৎসা ও ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। ২০১৮ সালে এর জন্য ব্যয় হয়েছে ১২৩১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

আমাদের সরকার ১০টি নতুন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও ২৭টি নতুন নার্সিং ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করেছে।

রাজ্যে ২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষজনকে 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

বিগত সাড়ে ৭ বছরে ৭ হাজার নতুন প্রাইমারি ও আপার প্রাইমারি স্কুল তৈরি হয়েছে এবং ২৭০০ জুনিয়ার স্কুলকে সেকেন্ডারি এবং হায়ার সেকেন্ডারি স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। ২০১১ থেকে নিয়ে এপর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ৭ কোটি স্কুল ইউনিফর্ম, ১৬ লক্ষ স্কুল ব্যাগ, ৫০ লক্ষ স্কুলে পরার জুতো বিতরণ করা হয়েছে।

রাজ্যের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ২০১১ সালে যেখানে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এখন সরকারি ও বেসরকারি মিলে ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

উচ্চশিক্ষায় নথিভুক্ত ছাত্রের সংখ্যা ২০১০-১১ সালের ১৩ লক্ষ ২৪ হাজার থেকে বেড়ে ২০১৭-১৮ সালে ২০ লক্ষ ৩৬ হাজার হয়েছে।

মাননীয় সদস্যগণ, শিক্ষাশ্রী স্কিমে মোট ৭০ লক্ষ SC ও ST ছাত্রছাত্রী ছাত্রবৃত্তি পেয়েছে। 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের আওতায় মোট ১ কোটি বাইসাইকেল বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

রাজ্যের ST জাতিভুক্ত জনজাতির নিজেদের গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করে প্রায় ২০টির মতো গোষ্ঠী উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে তোলা হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যে সম্প্রতি নমঃশূদ্র কল্যাণ পর্ষদ এবং মতুয়া কল্যাণ পর্ষদ তৈরি হয়েছে। মতুয়া সম্প্রদায়ের গুরু শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে রাজ্যে ঠাকুরনগরে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এবং এর একটি শাখা কৃষ্ণনগরেও স্থাপিত হবে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য ৪৪৫টি সংখ্যালঘু হোস্টেল ও ৩১২টি 'কর্মতীর্থ' প্রকল্প তৈরি, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সংখ্যালঘু ভবন গড়ে তোলা, পলিটেকনিক ও ITI তৈরি করা হয়েছে, ও বিভিন্ন গোরস্থানগুলি পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও এই রাজ্য দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বিগত সাড়ে সাত বছরে ২ কোটি ০৩ লক্ষ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়েছে যার জন্য খরচ হয়েছে ৫,২৫৭ কোটি টাকা। এছাড়াও ৮ লক্ষের বেশি সংখ্যালঘু মানুষজনদের Self Employment-এর জন্য ১,৩০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে—যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

১০০ দিনের কাজে (MGNREGA) শ্রমদিবস সৃষ্টিতে বাংলা তৃতীয় বারের জন্য দেশের মধ্যে এক নম্বর স্থান অধিকার করেছে।

মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা দুটি, গ্রামীণ আবাস তৈরিতে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে এবং সেরা হওয়ার পুরস্কার অর্জন করেছে।

গ্রামীণ সড়ক নির্মাণে আমাদের রাজ্য বিগত সাড়ে সাত বছরে ২৬ হাজার কিমি.-র বেশি রাস্তা তৈরি করে দেশের মধ্যে সেরা স্থান অধিকার করেছে।

'মিশন নির্মল বাংলা'-র অধীনেও এই রাজ্য ৯৯ শতাংশ গ্রামীণ শৌচাগার নির্মাণ করেছে।

এখনও অবধি প্রায় ৪০ লক্ষ শহর ও গ্রামীণ এলাকার মানুষজন সরকারের বিভিন্ন আবাস প্রকল্প, যেমন গীতাঞ্জলি, নিজশ্রী, বাংলার আবাস যোজনা ও অন্যান্য প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় 'সবুজশ্রী' প্রকল্পে গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ২৪ লক্ষ প্রসূতি মায়েদেরকে চারা গাছ দেওয়া হয়েছে, তার সদ্যোজাত শিশুর জন্য।

সামাজিক ও আর্থিকভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে, ৭০ লক্ষ দরিদ্র মহিলাকে সংযুক্ত করে, ৫ লক্ষ ৫০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে এবং এদের আর্থিক সহায়তা ৬৭৪.৪১ কোটি টাকা (২০১২-২০১৩) থেকে বেড়ে ৮ হাজার ২০০ কোটি টাকা (২০১৭-২০১৮) হয়েছে।

পরিবহনের ক্ষেত্রে 'গতিধারা' এবং 'জলধারা' প্রকল্পগুলির কাজ সফলভাবে রূপায়িত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ'-এর প্রচার যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছে এবং এর ফলে রাজ্যের সড়ক দুর্ঘটনার হার কমে এসেছে।

বিগত সাড়ে ৭ বছরে এই রাজ্যে প্রায় ৯৩২টি নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে প্রায় ২ কোটি ২ লক্ষ জনসাধারণের কাছে বিশুদ্ধ পানীয়জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আর এ কাজে এখনও পর্যন্ত খরচ হয়েছে ১১,৭৩৯ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা।

বিগত সাড়ে ৭ বছরে, ১ কোটি ৯০ লক্ষ উপভোক্তার ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে—যা ২০১০-১১ সালে ছিল ৮৫ লক্ষ ৬৫ হাজার, অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি হয়েছে।

'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা'-য় বিগত সাড়ে ৭ বছরে ১,৩২৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করার ফলে ২৫ লক্ষ ৮০ হাজার শ্রমজীবি মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

প্রায় ২ লক্ষ মানুষকে 'সমব্যাথী' প্রকল্পে এককালীন অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। বৈতরণী প্রকল্পে ২০টি ইলেক্ট্রিক চুল্লী এবং ৫৩৫টি শ্মশান নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজ্যে ৪টি জনজাতীয় ভাষা — কুরুখ, কামতাপুরী, রাজবংশী এবং কুরমালী ভাষাকেও রাজ্যের Official Language -এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

'লোক প্রসার প্রকল্পে' প্রায় ২ লক্ষ লোকশিল্পীকে সাহায্য করা হয়েছে।

'ওয়েস্টবেঙ্গল পেনশন স্কিম ফর দ্যা জারনালিস্ট, ২০১৮' প্রকল্পের মাধ্যমে বয়স্ক সাংবাদিকদের মাসিক পেনশন দেওয়া হচ্ছে।

দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে সরাসরি মন্দিরে যাওয়ার জন্য ৬৫ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করে 'স্কাইওয়াক' চালু হয়েছে।

এছাড়াও পাটুলি অঞ্চলে ভাসমান বাজার তৈরি হয়েছে এবং জিঞ্জিরা বাজার থেকে বাটানগর পর্যন্ত 'সম্প্রীতি' নামে ফ্লাইওভার চালু হয়েছে।

MSME-যা রাজ্যে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, ২০১১ সালের ৩৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি MSME ইউনিট থেকে বেড়ে ২০১৮ সালে তা ৯০ লক্ষেরও বেশি ইউনিট হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শুধু ২০১৭-১৮ সালে মোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৫৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় রাজারহাটে ২০০ একর জায়গা নিয়ে বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি IT Hub তৈরি হচ্ছে। প্রধান প্রধান IT এবং ITES সম্পর্কিত কোম্পানিগুলি এখানে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে এসেছে।

২০১৮'র BGBS (Bengal Global Business Summit)-এ দেশের ও দেশের বাইরে থেকে বিভিন্ন শিল্পপতি বিপুল সংখ্যায় যোগদান করেছেন। এই সম্মেলনে ৩২টি দেশ থেকে রেকর্ড সংখ্যক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এর ফলে শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ১৪৫.৯৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে।

তাজপুরের গভীর সমুদ্রবন্দরকে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই Notify করেছে এবং প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়েছে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন Flipkart নামের e-Commerce কোম্পানি হরিণঘাটায় প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে Logistic Hub তৈরি করছে, এখানে প্রায় ১০ হাজার নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

নতুন দিশা

মাননীয় সদস্যগণ, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কৃষকভাইদের জন্য কৃষকবন্ধু নামে একটি প্রকল্প চালু করেছেন। রাজ্যের ৭২ লক্ষ কৃষক ও ভাগচাষি যাদের জমির পরিমাণ ১ একর, তারা ২ কিস্তিতে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা অনুদান পাবেন। যাদের জমির পরিমাণ ১ একর-এর কম তারা আনুপাতিক হারে এই অনুদান পাবেন। এই অনুদান কমপক্ষে ২ হাজার টাকা যা ১ হাজার টাকা করে দুটি কিস্তিতে বছরে ২ বার দেওয়া হবে।

এছাড়াও মৃত্যুর পর তার পরিবার এককালীন ২ লক্ষ টাকা সহায়তা পাবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি সাপেক্ষে বাজেট বিবৃতি ৪ নং বিভাগ পড়া হল বলে ধরে নিচ্ছি। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমি সরাসরি ৫ নং বিভাগ থেকে (৫৭ পাতা) পড়া শুরু করছি।

৪

২০১৯-২০ রাজ্য বাজেটের বরাদ্দ এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সাফল্য

কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির গতিশীল পদক্ষেপ

৪.১ কৃষি ও কৃষিজ বিপণন বিভাগ

রাজ্যে ২০১৭-১৮ সালে দানাশস্য, তৈলবীজ, ডাল উৎপাদিত হয়েছে যথাক্রমে ১৭৮.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন, ৪.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ১১.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন। বলাবাহুল্য বিগত ২০১৬-১৭ সালের খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৭২.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন, ২.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন-এর থেকে যা অনেক বেশি।

রাজ্য সরকার ২০১২-১৩ সাল থেকে কৃষিতে প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ানোর জন্য জোর দিয়েছে। এর ফলস্বরূপ ২০১৮-১৯ সালে মোট ১২৫.৮১ কোটি টাকা কৃষকদের কৃষিসহায়ক উপকরণ কেনার জন্য ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫৮.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৮০টি কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে যেখান থেকে কৃষক ভায়েরা কৃষি উপকরণ পেতে পারে।

রাজ্য সরকার 'বাংলা ফসল বিমা যোজনা' নামে কৃষি বিমা সফলভাবে প্রচলন করেছে। আমাদের রাজ্যে চাষিদের প্রদেয় প্রিমিয়ামের অংশটিও পুরোপুরি রাজ্য সরকার দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পনায় নানারকমভাবে বাধা দেওয়ার জন্য রাজ্যের চাষীদের স্বার্থে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই প্রকল্প পুরোপুরি রাজ্যের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেয় (২০%) অংশও রাজ্য সরকারই মেটাবে। চলতি বছরের খারিফ মরশুমে ২৪ লক্ষ কৃষক এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

কৃষকদের বার্ধক্যভাতা প্রদান স্কিমের অধীনে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে মাসিক ৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার টাকা করা হয়েছে এবং এই স্কিমে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৬৬ হাজার থেকে বেড়ে ১ লক্ষ করা হয়েছে।

মাননীয় সদস্যগণ, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কৃষকভাইদের জন্য কৃষকবন্ধু নামে একটি প্রকল্প চালু করেছেন। রাজ্যের ৭২ লক্ষ কৃষক ও ভাগচাষি যাদের জমির পরিমাণ ১ একর, তারা ২ কিস্তিতে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা অনুদান পাবেন। যাদের জমির পরিমাণ ১ একর-এর কম তারা আনুপাতিক হারে এই অনুদান পাবেন। এই অনুদান কমপক্ষে ২ হাজার টাকা যা ১ হাজার টাকা করে দুটি কিস্তিতে বছরে ২ বার দেওয়া হবে।

এছাড়াও মৃত্যুর পর তার পরিবার এককালীন ২ লক্ষ টাকা সহায়তা পাবে।

এই প্রকল্পের অন্য ভাগে রাজ্যের ১৮-৬০ বছর বয়স্ক কৃষক এবং ভাগচাষীদের কোনোরকম দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু হলে তাদের পরিবার এককালীন ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পাবে।

সুফল বাংলা স্কিমের আওতায় ১০৫টি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের ভিতর ৪৭টি বিপণি প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছে। বাকি ৫৮টি বিপণি ফার্মার্স প্রোডিউসার্স কোম্পানির (FPC) অধীনে কৃষকদের নিজস্ব অর্থে পরিচালিত হচ্ছে।

কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য বিভিন্ন ভর্তুকি খাতে রাজ্য সরকার ১,৬০০ কোটিরও বেশি টাকা ইতিমধ্যেই সরাসরি কৃষকদের দিয়েছে।

২০১৮ সালে এই রাজ্যে ৬৩ লক্ষেরও বেশি কৃষককে খরা, বন্যা, ঝড়ঝঞ্ঝা ইত্যাদি থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ক্ষতিপূরণ বাবদ এ পর্যন্ত মোট ২,৪১৫ কোটি টাকা অ্যাকাউন্ট পেয়ি (Account Payee) চেকের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।

রাজ্যে লোকসানে বিক্রি বন্ধ করতে ও ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রায় প্রতিটি ব্লকে 'কৃষক বাজার' তৈরি করে ৩২১টি 'ক্রয়কেন্দ্র' (Purchase Centre) খুলেছে রাজ্য সরকার এবং ২ হাজারটির মতো শিবিরও খোলা হয়েছে।

বিগত সাত বছর ধরে আমাদের রাজ্যের কৃষক পরিবারগুলির মোট আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-১১'য় যা ছিল ৯১ হাজার টাকা সেখানে ২০১৭-১৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে তা ৩.২ গুণ বেড়ে হয়েছে ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা (NSDP অনুসারে কৃষিখরচ বাদ দিয়ে)। ওই একই সময়ের মধ্যে কৃষি মজুরিও দ্বিগুণ হয়েছে।

আমাদের রাজ্যেও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ব্লকস্তরে কৃষিকর্মের বিভিন্ন ধাপ অনুসারে ৪ হাজার জনকে 'কৃতীকৃষক', ২০০৩ জনকে 'কৃষকরত্ন' এবং রাজ্যস্তরে ৩৬১ জনকে 'কৃষক সম্মান' অর্পণ করা হয়েছে।

তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে (ICT) 'মাটির কথা' নামে একটি কৃষি পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এর মারফত কৃষকদের সরাসরি SMS দ্বারা কৃষিসংক্রান্ত সমস্যা জানানো ও তার

সমাধান পাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কৃষকরা সরাসরি বাংলা ভাষার Call Centre ও অন্যান্য তথ্যকেন্দ্র থেকে তথ্য জানার সুবিধা পাচ্ছেন।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে কৃষি ও কৃষিজ বিপণন বিভাগের জন্য যথাক্রমে ৬,০৮৬ কোটি এবং ৩৫৯ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

'খাদ্যসাথী' বর্তমান সরকারের এক যুগান্তকারী 'পথনির্দেশক' প্রকল্প, যার মাধ্যমে রাজ্যের গরীব মানুষদের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত খাদ্যসাথী প্রকল্পে ৮.৮২ কোটি মানুষকে সরকার কম দামে খাদ্যশস্য সরবরাহ করছে।

খাদ্য সরবরাহ বিভাগ ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে অপুষ্টিগ্রস্ত শিশুদের বিনামূল্যে মাসিক ৫ কেজি চাল, ২.৫ কেজি আটা-গম, ১ কেজি মুসুর ডাল এবং ১ কেজি বেঙ্গল গ্রাম (ডালশস্য) দেওয়া হচ্ছে।

গত ১.১২.২০১৮ থেকে রাজ্য সরকার দ্বারা পাইলট প্রকল্প হিসাবে রাজ্যে ৩৬৬টি Fair Price Shop-এ স্বয়ংক্রিয় e-POS মেশিন সফলভাবে বসানো হয়েছে। পরবর্তীকালে ২০ হাজার ২০০টি Fair Price Shop-এ e-POS মেশিন বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

চা-বাগিচার প্রত্যেকটি মানুষকে 'খাদ্যসাথী' প্রকল্পের আওতাভুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি চা বাগানে একটি করে মডেল Fair Price Shop রাজ্য সরকার তৈরি করছে, যার প্রথম পর্যায়ে ১২৬টি ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে এবং বাকি চাবাগানগুলি ২০১৯-২০ সালের মধ্যে তৈরির কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

আমি, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮,২৫৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ থেকেই পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে পরীক্ষামূলক ভাবে চালু হওয়া সারাবছর ব্যাপী উদ্যানজাত নানারকম সব্জি ও ফলের চাষ শুরু হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে এইরকম বাগিচা প্রসারণ কাজের আওতাভুক্ত ২ হাজার ৮৩৫ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন রকমের মরশুমি ফল ও ৬৭৫ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন প্রকার সব্জির চাষের কাজ শুরু হয়েছে।

একইসঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে উত্তরবঙ্গের ছ'টি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে বাগিচা প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে।

এই রাজ্য থেকে বর্তমানে বিদেশে, বিশেষত ইউরোপীয় দেশসমূহে (EU)-এ, তাজা বাগিচাজাত দ্রব্য রপ্তানি হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে এরাজ্যের উদ্যানপালক কৃষকদের পঞ্জিকরণের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও মধ্য-প্রাচ্য দেশগুলিতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে এই ধরনের রপ্তানির কাজে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

২০১৮-১৯ সালে বাগিচা তৈরি করার কাজে রাজ্যে প্রতিটি ২০০ বর্গ মি. ব্যাপী ৩৫২টি পলি হাউজ, শেড হাউজ ও গ্রিন হাউজ তৈরি হয়েছে যেখানে বিভিন্ন দামি ফুল ও সব্জির চাষ ও পানের বরজ করা হয়েছে।

রাজ্যের ৩০টি কৃষি উৎপাদন সংস্থা তৈরি ও নথিভুক্ত করে কৃষকদের সংযুক্তিকরণ করার কাজ শুরু হয়েছে।

২০১৮-১৯ বর্ষে আরও দুটি বহুমুখী হিমঘর তৈরির জন্যে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে।

চাষের অগ্রগতির স্বার্থে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মৌ-পালকদের এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টা চলছে। এই লক্ষ্যে উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গায় একটি রাজ্যস্তরের 'হানি হাব' তৈরি হচ্ছে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের জন্য ১৯০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৪ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

রাজ্য সরকার পশুপালকদের অতিরিক্ত রোজগারের সুবিধার্থে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে ১০ লক্ষ হাঁস-মুরগি পালকদের রেকর্ড পরিমাণ হাঁস ও মুরগির ছানা

বিতরণ করার ফলে, রাজ্যে বার্ষিক ডিমের উৎপাদন আশানুরূপভাবে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। ফলত ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ডিমের উৎপাদন ৭৬০ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৮৬০ কোটি হয়েছে।

সরকার হাঁস-মুরগি পালনে উৎসাহ দিতে 'স্টেট ইনসেনটিভ স্কিম-২০১৭'-র আওতায় কমার্শিয়াল লেয়ার পোল্ট্রি ফার্ম এবং পোল্ট্রি ব্রিডিং ফার্ম চালু করেছে এবং আশা করা যায় ২০১৯ অর্থবর্ষে এই ফার্মগুলি থেকে ১২ কোটি ডিম উৎপাদিত হবে।

রাজ্য সরকার দুধের কো-অপারেটিভ সদস্যদের মধ্যে লিটার প্রতি ২ টাকা করে উৎসাহজনক সংগ্রহমূল্য প্রদান চালু করার ফলে দুধের সংগ্রহ ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে রাজ্য দুগ্ধ সমবায় (State Milk Federation) প্রতিদিন ২.৩৭ লক্ষ লিটার দুধ সংগ্রহ করছে।

সরকার দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া ব্লকে ৩৬.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দিনপ্রতি ৮ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি করে মুরগির মাংস (Chicken) ও শূকর মাংস (Pork) প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। বর্তমান অর্থবর্ষে এর কাজ শুরু হয়ে যাবে।

নদিয়ার কল্যাণীতে প্রতিদিন ১.৫ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন মাছেদের খাদ্য প্রস্তুতের একটি নতুন ভাসমান খামার তৈরি হয়েছে। চলতি বছরের (২০১৮) এপ্রিল থেকে এর কাজ শুরু হয়ে গেছে।

কল্যাণীতে প্রাণীদের জন্য অঞ্চলভিত্তিক 'খনিজ মিশ্রণ প্রকল্প' ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে।

আমি, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,১১৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৫ মৎস্য

২০১৮-১৯ বর্ষে বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ভিত্তিতে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ১৭.৭২ লক্ষ মেট্রিক টনের লক্ষ্যমাত্রাকে সম্পূর্ণ করতে পারবে। মীনচাষের লক্ষ্যমাত্রা ইতিমধ্যেই ২১ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ছুঁয়েছে।

সামাজিক মৎস্যচাষের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক মৎস্যচাষ প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছে যেমন — 'জল ধরো জল ভরো', ছোটো জলাশয়গুলিতে মৎস্যচাষ, OCP পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ প্রভৃতি। প্রকল্পগুলি ৩১শে মার্চ ২০১৯-এর মধ্যে শেষ হবে। মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ৫১.৮ কোটি টাকা। ১১.১১ কোটি টাকা খরচ করে চলতি অর্থবর্ষে রেপ্লিকেশন অব 'ময়না মডেল' নামে বড়ো মাছ চাষের অগ্রণী প্রকল্প ১০টি জেলায় সরকার হাতে নিয়েছে।

২০১৮-১৯ বর্ষে ১৫.০৮ কোটি টাকা খরচ করে ন্যূনতম ১ হেক্টর পরিসীমাযুক্ত ১৭৪টি জলাশয়ে মাছের পোনা তৈরি করে ২ কেজির বেশি বড়ো মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বোলপুরে এবং গঙ্গারামপুরে হিমঘর নির্মাণ, কাকদ্বীপে মৎস্যবন্দর নির্মাণ, নারায়ণপুরে আইসপ্ল্যান্ট নির্মাণ এবং ফ্রেজারগঞ্জে মৎস্যবন্দর নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে ৭.২৮ কোটি টাকা খরচ করে Cold Chain System (হিমায়িতকরণ) স্কিমটি নেওয়া হয়েছে।

১৪.১৯ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় ধরে আদিবাসী উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আবাস তৈরি এবং শিঙি, মাগুর, IMC চাষের মতো বিভিন্ন বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

৫টি সরকারি মৎস্য খামারের উন্নতিকরণ করা হচ্ছে। যার জন্য ৩.৪৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

Norwegian Institute of Food Fisheries & Aquaculture Research (NOFIMA)-এর সাথে বদ্ধ জলাশয়ে ইলিশ মাছ ব্রিডিং তথা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য বিভাগ চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

আমেরিকার অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে বাগদা চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'রোগনির্ণায়ক পরীক্ষণ কেন্দ্র' গঠনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৫১.৮৪ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনদিঘির পুনঃসংস্কার ও উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের বিলবল্লিতে ৩২.৪০ কোটি টাকা খরচ করে আধুনিক ল্যাবরেটরি সুবিধাযুক্ত, Ice Plant সহ মজুতঘর এবং নিলাম ঘরযুক্ত একটি মৎস্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্যজীবিদের প্রায় ২ লক্ষ ৫২ হাজার বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্র বিলি করা হয়েছে।

১০.৫২ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে নোনা জলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প ও অন্যান্য স্কিম চালু করা হয়েছে।

আমি, মৎস্য বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৫২ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৬ পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগ

সমগ্র দেশের মধ্যে আমাদের রাজ্য মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি (MGNREGA) স্কিমের অধীনে গৃহীত কর্মসূচি দেশের মধ্যে সব থেকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছে। ধারাবাহিকভাবে ২০১৭-১৮ সালে এই রাজ্য ৩১.২৫ কোটি কর্মদিবস সফলভাবে কার্যকর করেছে, যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক এগিয়ে। ২০১৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ২১.৬৪ কোটি কর্মদিবস রূপায়িত করে রাজ্য সেই প্রথম স্থান দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের রাজ্যের পরেই অন্ধ্রপ্রদেশের স্থান (১৮.৪৬ কোটি কর্মদিবস)।

MGNREGA স্কিমের অধীনে বৃষ্টিনির্ভর রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলির এবং ভূগর্ভস্থ জলাশয়গুলির ব্যাপক আকারে নব রূপায়ণ ও সংস্কারের কাজ চলছে। 'ঊষরমুক্তি' নামে এই প্রকল্পে এই অঞ্চলের ছটি জেলার প্রায় ৫৫টি ব্লকে এই ধরনের কাজ চলছে। একইরকমভাবে, দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের 'স্প্রিংশেড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' নামে পার্বত্য জলের উৎস বিভিন্ন শীর্ণ ঝরনার সংস্কার ও রূপায়ণের কাজ চলছে।

তৃতীয় বৃহৎ কর্মসূচি হিসাবে 'মিশন মিলিয়ন ড্রিমজ' নামে আরও একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে— যার মধ্যে প্রধানত রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির অধীনস্ত ১০ লক্ষ মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করে দু'বছর যাবৎ তাদের জীবিকানির্বাহের জন্য সম্পদ প্রদানের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

'বাংলার আবাস যোজনা'য় এখনও পর্যন্ত সর্বমোট প্রায় ৫ হাজার ৮৬৭ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই অর্থবর্ষের বাজেটে ধার্য ছিল ১ হাজার ৮০ কোটি টাকা এবং এই স্কিমে এই বছরে ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৫৫টি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত বাংলা গ্রামীণ সড়ক যোজনা প্রকল্পের খাতে ৯২৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এবছর এই খাতে ব্যয় সর্বাধিক হবে বলে আশা করা যায়।

চলতি আর্থিক বছরে সর্বমোট ৫ হাজার ৭৫০ কি.মি. নতুন রাস্তা তৈরির কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে এগিয়ে চলছে। এখনও পর্যন্ত এই আর্থিক বছরে ১ হাজার ১৭০ কি.মি. নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

এই একই সময়ে গ্রামীণ রাস্তা সংরক্ষণের জন্য গ্রামীণ সড়ক যোজনা খাতে মোট ১৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

আগামী ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পের বাকি কাজ অর্থাৎ গ্রামীণ সড়ক যোজনার (PMGSY-I) অসমাপ্ত ৩ হাজার ২২৮ কি.মি. রাস্তা তৈরির কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

'মিশন নির্মল বাংলা' প্রকল্পের অধীনে আরও পাঁচটি জেলা; যথা— হুগলি, উত্তর ২৪-পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪-পরগনা এবং কুচবিহারকে উন্মুক্ত শৌচ মুক্ত (ODF) জেলা ঘোষণা করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই রাজ্যের মালদা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং হাওড়া জেলাকে এই স্বীকৃতি দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। ২০১৯-এর ৩১শে মার্চের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ ODF রাজ্যের মর্যাদা পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

'National Social Assistance Program' (NASP) কর্মসূচির অধীনে বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা, কর্মক্ষমভাতা ইত্যাদি চালু আছে। বর্তমানে এর আওতায় ২২.২৮ লক্ষ ভাতা প্রাপককে ব্যাঙ্ক ও পোস্ট-অফিসের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হয়।

এই রাজ্যে NRLM এর অধীনে 'আনন্দধারা' প্রকল্পে ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৭২ জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামীণ স্তরের স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত,

গ্রাম সংসদ স্তরের স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে নিয়ে ৩৭ হাজার ৩৫৩টি উপসংঘ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে নিয়ে ৩ হাজার ২৬৬টি সংঘ গড়ে উঠেছে।

২০১৭-১৮ সালে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩২৭টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ৮ হাজার ১৫৫.৯৭ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের সুবিধা এবং ২০১৮-১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ২ লক্ষ ৭ হাজার ১৭৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী মোট ৪ হাজার ৫০৪.৫০ কোটি টাকা পেয়েছেন। এই সুযোগ বৃদ্ধি করে ৫ লক্ষ ১১ হাজার ৮৭৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ১২ হাজার ৩৭৪.৭৮ কোটি টাকার ঋণের সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। উল্লেখ্য, স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ব্যাঙ্কিং সহায়তা দেওয়ার কাজে আমাদের রাজ্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের জন্য ২০,৪২২ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৭ সেচ ও জলপথ পরিবহন বিভাগ

রাজ্যের প্রায় অতিরিক্ত ৩০ হাজার একর জমি ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে সেচসেবিত এলাকার আওতাভুক্ত হয়েছে। সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলিতে ভূমিক্ষয়রোধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে প্রায় ১৩৮ কি.মি. দীর্ঘ নদীবাঁধ দেওয়ার কাজ শেষ করা হয়েছে।

এই আর্থিক বছরে রাজ্যে ১৩৬ কি.মি. দীর্ঘ নিত্যবহ খাল নতুন করে খননের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করা হয়েছে।

সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকাঠামোগত ব্যবধান কমিয়ে আনতে ১২টি প্রকল্প চিহ্নিত করা গেছে। এর মধ্যে পরিকাঠামোগত দিক থেকে 'রিহ্যাবিলিটেশন' ও 'রিজুভিনেশন' নামে দুটি প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ৫৭টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাপের সেচ কর্মসূচির কাজ চলছে—যাতে করে প্রায় ২৪ হাজার ৬২০ একর জমিকে সেচ সক্ষমতার আওতায় আনা হবে এবং একই সঙ্গে ৩৭৩টি পুরোনো ও ক্ষয়প্রাপ্ত জলাশয় ও খাল পারাপারের ব্রিজকে সারিয়ে তোলার কাজ হবে। এই দুটি কাজই শুরু হয়েছে।

২০১৯-২০ সালের মধ্যে সমস্ত প্রাক-প্রারম্ভ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় 'পশ্চিমবঙ্গ বৃহৎ সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ' প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে সেচ ও জলপথ পরিবহন বিভাগের জন্য ৩,১৮৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৮ জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ

রাজ্যে ২০১৮-১৯ সালে ৫৫ হাজার হেক্টর জমিকে সেচ সম্ভাব্য জমিতে পরিণত করার জন্য ক্ষুদ্র সেচসহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

চলতি বছরে 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের অধীনে ২৯ হাজার ১৩৫টি জলাশয় খনন ও সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে।

এছাড়াও 'জলতীর্থ' এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণসহ অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় সেচ ব্যবস্থা প্রসারিত করতে রাজ্যের খরাপ্রবণ জেলাগুলিতে ৪৪৮টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে, যার ফলে ২০ হাজার ৬৬০ হেক্টর জমিকে সেচসেবিত জমিতে পরিণত করা হয়েছে। জলতীর্থ প্রকল্পকে সুন্দরবন এবং দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কাজে প্রসারিত করা হচ্ছে।

চলতি আর্থিক বছরে, ২০১৮'র ডিসেম্বর পর্যন্ত RIDF (Rural Infrastructure Development Fund)-র মাধ্যমে ১ হাজার ২৮৭টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, যার ফলে ২৫ হাজার ২৬৮ হেক্টর জমি সেচ সম্ভাব্য করে তোলা হয়েছে।

রাজ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় West Bengal Accelerated Development of Minor Irrigation Project (WBADMIP)-'র অধীনে ২০১৮'র ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৩৪টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, যার ফলস্বরূপ অতিরিক্ত ৩ হাজার ২ হেক্টর জমি সেচসেবিত করা হয়েছে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহারের লক্ষ্যে ৮৭৬টি প্রকল্পে ৯ হাজার ৮২ হেক্টর সেচ সম্ভাব্য জমিতে সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও জলসম্পদ বৃদ্ধির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা যেমন সিঞ্চন (Sprinkler) সেচব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এর মধ্যে অন্তত ১৯১টি প্রকল্প সৌরবিদ্যুৎ চালিত এবং এর ফলে ২ হাজার ৫ হেক্টর জমি সেচসেবিত করা হয়েছে।

আমি, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৩০৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৯ সমবায় বিভাগ

রাজ্যের ২৯ হাজারেরও বেশি সমবায় সমিতি ৮০ লক্ষ সদস্য নিয়ে কৃষি, বিপণন, উপভোক্তা, আবাসন এবং পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতে বিপুল সাফল্য নিয়ে কাজ করছে।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে এই বিভাগ মোট ২ হাজার ৩৬৪.৬৬ কোটি টাকা ব্যয় করে ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৯২ জন কৃষক সদস্যকে কৃষি ঋণ দিয়ে সাহায্য করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৫.০৩ কোটি টাকা খরচ করে ৮টি গুদামঘর তৈরি হয়েছে। এখানে মোট ১১ হাজার ৪৫৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে আরও ৩টি ৪ হাজার ২৯৬ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন গুদামঘর তৈরির কাজ এই বছরেই শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে ১.৮৯ কোটি টাকা।

ওই একই সঙ্গে এই অর্থবর্ষে বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে ৪.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন ২৫টি গ্রামীণ শস্যাগার তৈরি করা হয়েছে।

বিগত ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ সালের পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬৭.১৮ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ধরে ৪৯ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন যে ৬টি হিমঘর তৈরির প্রক্রিয়া চলছিল তার মধ্যে ৪টি হিমঘর সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকি দুটিও চলতি অর্থবর্ষে শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে আরও ২৩টি গুদামঘর তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যেখানে আরও ১০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত করা সম্ভব হবে। আর এর জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২৪০ কোটি টাকা।

৬ হাজার ৬৪৬টি নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হওয়ার ফলে এখন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৮ হাজার ৯৮০ হয়েছে। আরও ৩ হাজার ১১৪টি নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঋণ দেওয়ার ফলে এধরনের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৭৮২ হয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে চলতি অর্থবর্ষে ঋণদানের খরচ ধরা হয়েছে ৩৫৬ কোটি টাকা।

২০১৭-১৮ KMS বর্ষে রাজ্যের কিষাণ মান্ডিগুলি থেকে মোট ৩২.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয়েছে যার মধ্যে সমবায় সমিতিগুলি থেকে ২০.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে বেনফেড (BENFED) এবং কনফেড (CONFED) এর মাধ্যমে ধান সংগৃহীত হয়েছে ৫.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

বর্তমানে এই রাজ্যে 'সুফলা' কর্মসূচি রূপায়িত হওয়ার ফলে ৬টি জেলার ১৬টি সমবায় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত প্রায় ৩০টির মতো 'সুফলা' বিতরণ কেন্দ্র থেকে শস্য বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও বৃহত্তর অঞ্চলে সুবিধাদান নিশ্চিত করতে ১০টি জেলায় ৮১টি চলমান 'সুফলা' কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

রাজ্যের অনুন্নত অঞ্চলের মানুষজনকে আর্থিক সুবিধা দেওয়ার জন্য বিশেষত ব্যাঙ্কবিহীন অঞ্চলগুলিতে সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রায় ২ হাজার ৬৩১টি PACS কেন্দ্রে গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র (CSP) তৈরি করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১ হাজার ৭২০ PAC কে ১৫৬ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ স্তরের প্রস্তাবিত ১ হাজার টি সমবায় সমিতির মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত ৩০২টি সমবায় সমিতিকে ফার্ম মেশিনারি হাব (Custom Hiring Centre)-এর মাধ্যমে ভাড়া দেওয়ার শর্তে কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক যন্ত্রপাতি স্বল্পমূল্যে কাজের জন্য দেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ৯১.৬০ কোটি টাকা এই প্রকল্পে খরচ করা হয়েছে।

রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আর্থিকভাবে সবল করে তুলতে নতুন একটি উদ্যোগ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন গ্রামীণ সমবায় সমিতির মাধ্যমে এই গোষ্ঠীর মহিলারা হাঁস-মুরগি পালন এবং ছাগল প্রজননের কাজে যুক্ত হয়েছেন। সমবায় বিভাগ এরকম প্রায় ২৫ হাজারটির মতো স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে হাঁস-মুরগি ও ছাগল প্রতিপালনের জন্য ঋণ হিসেবে প্রায় ৩১.৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে সমবায় বিভাগের জন্য ৪২৪ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১০ বন বিভাগ

গাছ সংরক্ষণ ও বন সৃজনকে উৎসাহিত করতে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের 'সবুজশ্রী' প্রকল্প শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্যের প্রতিটি নবজাতককে উন্নত মানের চারা

গাছ দেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ২৪ লক্ষ প্রসূতি মাকে এই প্রকল্পে চারাগাছ বিতরণ করা হয়েছে।

রাজ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৯ হাজার ৫০৮ হেক্টর জমিকে বন সৃজনের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও প্রায় এক কোটি চারাগাছ জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিতরণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ অরণ্য উন্নয়ন সংস্থা (WBFDC) বনজ সম্পদের বিক্রয় ই-অকসন (e-auction)-এর মাধ্যমে শুরু করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৬৫৭টি e-auction-এর মাধ্যমে ১২৮.৬০ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ১৩.৪৩ লক্ষ খুঁটি এবং ২৩ হাজার ৭৯৪ ঘনমিটার দামি কাঠ ও ৮৭ হাজার ২৫২ ঘনমিটার জ্বালানি কাঠ বিক্রি করা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের মধু সংগ্রহকারিদের থেকে চলতি অর্থবর্ষে ২৮.২৪ মেট্রিক টন অপরিশোধিত মধু সংগ্রহ করা হয়েছে।

'জলতীর্থ' প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণবঙ্গের খরাপ্রবণ বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় ৪৩টি প্রকল্পের কাজ ২০১৮'র অক্টোবরেই শেষ হয়েছে। এর ফলে ১ হাজার ৭০০ হেক্টর-এর বেশি জমি কৃষি জমিতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে।

এই রাজ্যে JICA'র অধীনে ৬০০টি JFMC-র বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প এবং গোষ্ঠী পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

শিলিগুড়িতে বাঘ এবং চিতাবাঘ সাফারি সমেত বেঙ্গল সাফারি পার্কের প্রথম পর্যায়ের কাজ নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হয়েছে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে বন বিভাগের জন্য ৮৫০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সামাজিক পরিকাঠামো

৪.১১ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

রাজ্য বাজেটে 'সকলের জন্য নিখরচায় চিকিৎসা' খাতে ব্যয়-বরাদ্দ ২০১১-১২ সালের ২৯৬.১৬ কোটি টাকা থেকে বর্তমান বছরে (২০১৮-১৯) ১,২৩১.৫২ কোটি টাকা হয়েছে।

কুচবিহার, রায়গঞ্জ, রামপুরহাট, পুরুলিয়া এবং ডায়মন্ড হারবার এই ৫ জায়গায় একটি করে নতুন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার কাজ চলছে। এছাড়াও আরও ৫টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেগুলি হবে — তমলুক, বারাসাত, ঝাড়গ্রাম, আরামবাগ ও উলুবেড়িয়াতে। রাজ্যে এর ফলে MBBS-এর আসন সংখ্যা আরও ১ হাজারটি বৃদ্ধি পাবে।

এখন রাজ্যে ৩৮টি সুপার স্পেসালিটি হাসপাতাল পুরোদমে পরিষেবা দেবার কাজ করছে। শ্রীরামপুরে আরও একটি নতুন সুপার স্পেসালিটি হাসপাতাল (SSH) সম্পূর্ণভাবে চালু হয়ে গেছে।

রাজ্যের শিশুমৃত্যুর হার কমে ২০১১ সালের প্রতি হাজারে ৩২ জনের জায়গায় বর্তমান বছরে (২০১৮) ২৫ জনে নেমে এসেছে।

রাজ্যে ২,২১৭টি শয্যা সহ ৭০টি নবজাতক শুশ্রূষা কেন্দ্র (SNCU) দুর্বল নবজাতক শিশুকে সর্বোতভাবে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে।

এছাড়াও পরিকল্পিত ১৫টি শিশু চিকিৎসা বিভাগ Paediatric Intensive Care Unit (PICU)-এর মধ্যে এখন ১২টি পুরোদমে পরিষেবা দিচ্ছে। বাকি ৩টিও ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজ শুরু করে দেবে।

এখন রাজ্যে শিশু টিকাকরণের কাজ ১০০ শতাংশ হচ্ছে।

রাজ্যের প্রধান হাসপাতালগুলিতে প্রসূতি মা ও নবজাতকদের বিশেষ যত্ন নিতে ১৩টি ‘মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব’ (M & CH) খোলা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টায় প্রসূতি সদনে (Institutional Delivery) শিশু জন্মের হার ২০১০ সালের ৬৫% থেকে ২০১৮-’য় বেড়ে ৯৭.৫% হয়েছে।

রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে এখন ৯২টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ন্যায্যমূল্যে রোগ নির্ণয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে ১৭টি MRI নির্ণয় কেন্দ্র, ৩৬টি CT Scan কেন্দ্র এবং ৩৯টি ডিজিটাল এক্সরে কেন্দ্র। এছাড়াও ৩৪টি ডায়ালিসিস কেন্দ্র চালু হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে বিভিন্ন জেলার ২৭ লক্ষ অসুস্থ মানুষ বিনামূল্যে রোগনির্ণয় পরিষেবা লাভ করেছেন।

রাজ্যে সকলকে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে ‘স্বাস্থ্যসাথী’ নামে চালু স্বাস্থ্য প্রকল্পে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ বিমার ব্যয়ভার গ্রহণ করেছে। ৫৩.৩১ লক্ষ পরিবার এই স্কিমে নথিভুক্ত হয়েছে। এর ফলস্বরূপ ২০১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩৮৫ জন রোগীর পরিষেবা বাবদ ৩৩৩.৭৩ কোটি টাকার ব্যয়ভার রাজ্য সরকার বহন করেছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবাকে স্বচ্ছতা ও আয়ত্তের মধ্যে আনতে রাজ্য সরকার West Bengal Clinical Establishments (Registration, Regulation and Transparency) Act 2017 গঠন করেছে। এর অধীনে West Bengal Clinical Establishments Regulatory Commission-ও তৈরি করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রত্যন্ত ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রসারিত করার জন্য ‘এক্সচেঞ্জ’ (Exchange) নামে একটি জনসংযোগমূলক ব্যবস্থা চালু করেছে। এই প্রকল্পে রাজ্যের সিনিয়র অফিসাররা জেলা পরিদর্শন করবেন এবং DM, CMOH এবং আশাকর্মীদের সাথে কথা বলবেন।

আমি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯,৫৫৬ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১২ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

রাজ্যের প্রতিটি সরকারি ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে প্রাক্-প্রাথমিক বিভাগ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে ১৩ কোটিরও বেশি পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চপ্রাথমিক পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিনামূল্যে স্কুল ইউনিফর্ম দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

‘কুকড মিড-ডে মিল প্রোগ্রাম’ কর্মসূচির অধীনে রাজ্যের ৭১.৩৮ লক্ষ প্রাথমিক এবং ৪১.৬৬ লক্ষ উচ্চ-প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হয়। এই কর্মসূচি রূপায়ণে ২৬৮টি রান্নাঘর এবং ১ হাজার ৩৭৫টি খাবার ঘর (Dining Hall) তৈরি করতে ৭৬৯.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

রাজ্যে ১৫২টি নতুন বিদ্যালয় তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে এই রাজ্যে ৫১টি মডেল স্কুল চলছে। ১৫৭টি বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পড়ানোর জায়গা বাড়ানোর জন্য ১ হাজার ৫১৩টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম তৈরি করা হয়েছে।

৮৩০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে গ্রন্থাগার ও ৭৪৮টি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ল্যাবরেটরি খোলার অনুদান দেওয়া হয়েছে।

আমি, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের জন্য ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ২৭,৫৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৩ উচ্চশিক্ষা

বিগত সাড়ে সাত বছর ধরে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এক বিপুল ও দৃষ্টান্তমূলক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে।

২০১১ সালের ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গায় এই মুহূর্তে রাজ্যে ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে ২০টি রাজ্য পরিপোষিত এবং ১০টি বেসরকারি শাসিত। এছাড়া আরও ৮টি নতুন রাজ্য পোষিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। এগুলি হল — বোলপুরের বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়গ্রামের ঝাড়গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, হুগলির রানি রাসমণি গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুরের মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিঙের মংপুতে দার্জিলিং পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ারে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়।

চলতি অর্থবর্ষে আরও দুটি রাজ্যপোষিত বিশ্ববিদ্যালয় — উত্তর ২৪ পরগনার হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং নদীয়ার কৃষ্ণনগরে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

দার্জিলিঙের দুটি নতুন সরকারপোষিত কলেজকে নিয়ে রাজ্যে এখন ৪৫০টি সরকার পোষিত কলেজ, ৫৭টি সরকারি কলেজ এবং ৮টি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চালু আছে।

আলিপুরদুয়ারে আরও একটি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নির্মাণের কাজ চলছে।

আগের মতোই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগে পাঠরত গরিব এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিন্‌স স্কলারশিপের অধীনে ছাত্রবৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা চালু আছে। এই খাতে ২০১৫-১৬ সালের ৪৫ কোটি টাকার জায়গায় বরাদ্দ এখন বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ কোটি টাকা হয়েছে। যথারীতি আগের মতো এখনও নেট ব্যাতীত M.Phil, Ph.D ছাত্র-ছাত্রী ও কন্যাশ্রী কন্যাদের তাদের উচ্চতর পড়াশোনা চালানোর জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

উচ্চশিক্ষায় নথিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২০১০-১১ সালে যেখানে ছিল ১৩.২৪ লাখ সেখানে ২০১৭-১৮ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২০.৩৬ লাখ। সার্বিকভাবে এই অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে; ২০১০-১১ সালে ১২.৪-এর জায়গায় ২০১৭-১৮ সালে ১৮.৭। আশা জাগানোর কথা হল ওই সময় রাজ্যে উচ্চশিক্ষায় ছাত্রীদের যোগদানের হার বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১তে ৪২% থেকে ২০১৬-১৭তে ৪৭.৩% হয়েছে।

২০১৩ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সরকারি/সরকারপোষিত কলেজগুলিতে রাজ্যে ৬ হাজার জন সহ-অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক এবং ২৫০ জন অধ্যক্ষ এ রাজ্যে নিযুক্ত হয়েছেন।

২০১৭ সাল থেকে রাজ্যের সরকারপোষিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত হেল্‌থ স্কিমের (West Bengal Health Scheme for Grant-in-aid College and University Teachers, 2017) আওতায় আনা হয়েছে। শিক্ষিকাদের জন্য 'চাইল্ড কেয়ার লিভ' এবং শিক্ষকদের জন্য পিতৃত্বকালীন ছুটিও চালু হয়ে গেছে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে উচ্চশিক্ষা বিভাগের জন্য ৩,৯৬৪ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৪ কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন

২০১১ থেকে ২৮টি নতুন সরকারি এবং একটি সরকারপোষিত পলিটেকনিক কলেজ চালু করা হয়েছে। এর ফলে সব মিলিয়ে ২০১১ সালে ৪০টি সরকার এবং সরকারপোষিত পলিটেকনিক কলেজের জায়গায় বর্তমানে ৬৯টি সরকারি এবং সরকারপোষিত পলিটেকনিক কলেজে নিয়মিত ছাত্ররা পড়াশুনো করছে।

৩.১.২০১৯ অবধি ৬ লক্ষ জন প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার অনুপাতে ৫ লক্ষ ১৫ হাজার ১০ জন ট্রেনিং সম্পূর্ণ করেছেন।

একটি নতুন প্রাইভেট পলিটেকনিক এই বছরে চালু হয়েছে।

এছাড়াও ১৫ হাজার ৭৯৮ জন ভোকেশনাল এডুকেশন এবং ট্রেনিং-এর শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য এই সরকার 'স্বাস্থ্যসাথী' স্কিমের অধীনে স্বাস্থ্য বিমার সুযোগ করে দিয়েছে।

আমি ২০১৯-২০ এই অর্থবর্ষে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের জন্য ১,১০৬ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৫ যুব ও ক্রীড়া বিভাগ

বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম, বারুইপুর ও ক্যানিং-এ সুইমিংপুল এবং কিশোরভারতী স্টেডিয়ামের উন্নতির জন্য বর্তমান আর্থিক বছরে ৬৪.৭১ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া ৬৫ কোটি টাকা পুলিশ প্রশাসনকে সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন রকম সামাজিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার জন্য।

চলতি অর্থবর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা ২২১টি ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিকে ১ লক্ষ টাকা করে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

WBMASF-এর পরিচালনায় মাউন্টেনিয়ারিং এক্সপিডিশন, ২০১৮ সার্থকভাবে শেষ হয়েছে। এবছর পুরুষ পর্বত অভিযাত্রীর দল ৬ হাজার ৯৩২ মিঃ উচ্চতা বিশিষ্ট মাউন্ট শ্রীকৈলাস পর্বত সফলভাবে আরোহণ করেছে। আর মহিলা পর্বতারোহীর দলটি ৬ হাজার ১১১ মিঃ উচ্চতার মাউন্ট যোগিন শিখরে সফলভাবে আরোহণ করেছে।

রাজ্যের ২৩টি যুব আবাস, অত্যাধুনিক সরঞ্জামসহ মেরামত করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়েছে এবং নতুন আরও ৪টি যুব আবাস তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্বে শুরু হওয়া ১৫টি যুব আবাস তৈরির কাজ শেষ হওয়ার মুখে।

৪০০টি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংগঠনকে খেলাধূলার মাঠ সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজ চালাবার জন্য সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে।

৩ হাজার ৩১৭টির মতো স্কুল, কলেজ, ক্লাব ও সংগঠনকে মাল্টিজিম তৈরির উদ্দেশেও অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।

৬৭৬ টির মতো স্কুল, কলেজ, প্রতিষ্ঠানকে মিনি ইনডোর গেমস্ কমপ্লেক্স তৈরির জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে যুব ও ক্রীড়া বিভাগ বিভাগের জন্য ৬০৭ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৬ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ

রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারি ভাষা আইনকে (WB Official Language Act, 1961) সংশোধন করে রাজ্যের কতিপয় জনগোষ্ঠীর ভাষা কুরুখ, কামতাপুরি, রাজবংশী এবং কুরমালি ভাষাকেও সরকারি কাজের ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে, যেখানে এই ধরনের ভাষাভাষির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের বেশি। এর ফলে এখন রাজ্যে ৮টি সরকারি ভাষা চালু রয়েছে।

রাজ্যের স্থানীয় ভাষা তথা বাংলা ভাষার চলচ্চিত্রের প্রসার বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকার প্রতিটি সিনেমা হলে এবং মাল্টিপ্লেক্সগুলির কোনো একটি পর্দায় বছরে ১২০ দিন, প্রতিদিন অন্তত একটি প্রাইম টাইম শো-তে বাংলা সিনেমা অতি অবশ্যই দেখানোটা বাধ্যতামূলক করেছে।

রাজ্যের সমস্ত কেবল টিভি অপারেটর, সাব-অপারেটর ও তাদের কর্মচারী এবং তাদের পরিবারকেও সরকারি ব্যয়ে 'স্বাস্থ্যসাথী' স্কিমের আওতায় আনা হয়েছে। এতে আজ পর্যন্ত নথিভুক্ত মানুষের সংখ্যা ১ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

রাজ্য সরকার 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পেনশন স্কিম ফর দ্যা জার্নালিস্ট, ২০১৮' স্কিম চালু করেছে। যার মাধ্যমে ৬০ বছরের প্রবীণ এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা সমস্ত সাংবাদিককেই এই পেনশন স্কিমের আওতায় এনে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজ্যের মানভূম অঞ্চলের আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্য রাজ্য সরকার 'মানভূম কালচারাল আকাদেমি' গঠন করেছে। একইরকমভাবে সরকার কামতাপুরি ভাষার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য 'কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি' তৈরি করেছে।

রাজ্যের চালু লোক প্রসার প্রকল্প-এর অধীনে বর্তমানে ১.৯০ লক্ষ লোকশিল্পী নথিভুক্ত রয়েছেন। রাজ্য সরকার এই খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ২০০ কোটি টাকা করেছে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের জন্য ৬৩১ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

প্রশাসন

৪.১৭ স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ

রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক রয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। রাজ্যের জঙ্গলমহলে হিংসা ও উগ্র বামপন্থার অবসান হওয়ার ফলে সেখানকার মানুষজনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে।

দার্জিলিংয়ে পাহাড় অঞ্চলে শান্তি বজায় আছে।

রাজ্যের আইন ও শাসনকে সুষ্ঠুভাবে ধরে রাখতে গত অর্থবর্ষের শেষ দিকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলাকে দুটি পুলিশ জেলায় ভেঙে দেওয়া হয়েছে, যেমন— বারাসাত পুলিশ জেলা এবং বসিরহাট পুলিশ জেলা। এই দুটি সহ রাজ্যে ২০১১ সালের পর আরও ৭টি পুলিশ জেলা তৈরি করা হল। এছাড়াও রাজ্যে এখন ৬টি পুলিশ কমিশনারেট তৈরি হয়েছে। এরা সকলেই দায়িত্বের সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করছে।

রাজ্যে আরও ৬টি থানা তৈরি হয়েছে। এগুলি হল— বারুইপুর পুলিশ জেলার নরেন্দ্রপুর ও বকুলতলা; পুরুলিয়ার টামনা; বীরভূমের পাইকর; বারাসাত পুলিশ জেলার গোবরডাঙ্গা এবং শিয়ালদহ GRP অধীন চিৎপুর GRPS। এই সবগুলিকে নিয়ে ২০১১ সালের পর থেকে রাজ্যে ১২৯টি থানা, যার মধ্যে ৪৮টি মহিলা-থানা, গড়ে তোলা হয়েছে।

এই রাজ্যে Directorate of Economic Offences তৈরি হওয়ায় এখানকার ২৫টি আর্থিক সংস্থার বিরুদ্ধে প্রায় ২৬টি কেসের অনুসন্ধান শুরু হয়েছে।

'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' সচেতনতা প্রচারের মাধ্যমে এ রাজ্যে শুধু যে পথদুর্ঘটনা কমেছে তাই নয় সাধারণ মানুষের মধ্যে পথসুরক্ষা বিষয়ে সতর্কতাও বেড়েছে। বাস্তবিক, ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে শহর কোলকাতায় গত বছরের চেয়ে পথদুর্ঘটনা,

প্রাণহানি, আহতের হার যথাক্রমে ১২ শতাংশ, ১১ শতাংশ এবং ১৬ শতাংশ কমেছে। রাজ্যের অন্যত্রও এই দুর্ঘটনা আগের বছরের চেয়ে প্রায় ১৪ শতাংশ কমে এসেছে।

নতুন-নতুন প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে রাজ্যের ট্রাফিক ব্যবস্থাও উন্নততর করা হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষ (২০১৮'র ডিসেম্বর) পর্যন্ত প্রায় ৩৮৯টি নতুন পুলিশ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১১ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট ৩৯ হাজার ৯৬৯টি পদ তৈরি হয়েছে, এছাড়াও ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৬১৪টি সিভিক পুলিশ সেবক এবং ৩ হাজার ২৩৯টি গ্রামীণ পুলিশ সেবক পদে নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়েছে। তারা নিয়মিত দায়িত্বের সঙ্গে পুলিশ আধিকারিকদের কাজে সহায়তা করছেন।

জলপাইগুড়িতে রিজিওনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি-র (RFSL) নতুন ভবন ৩১.১০.১৮তে চালু করা হয়েছে। এখানে জলপাইগুড়িসহ উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলার পুলিশের টক্সিকোলজি ও বায়োলজি কেসের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ আরও দ্রুত ও সহজতর হবে এবং এই সমস্ত নমুনা আর কোলকাতার State Forensic Science Laboratory-তে পাঠানোর প্রয়োজন হবে না।

আমি, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের জন্য ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৯,৬২৪ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৮ কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ

e-District-এর মাধ্যমে রাজ্যের জেলাগুলির পরিষেবা দ্রুততর করতে ১২২টি অন্‌লাইন সার্ভিস চালু হয়েছে এবং ২৩টি জেলা ও ১৬টি বিভাগকে অন্‌লাইন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অন্‌লাইন আদান-প্রদান প্রায় ৫৫ লক্ষে পৌঁছেছে।

বর্তমানে সরকারের সমস্ত সচিবালয় (৫১টি বিভাগ) এবং কিছু ডাইরেক্টোরেটকে e-Office-এ যুক্ত করা হয়েছে। ৭ হাজার ৮৯৩ জন ব্যবহারকারী এই e-Office-এর সুবিধাভোগ করছে এবং ১ লক্ষ ৮ হাজার ৮৩৪টি ফাইলের প্রক্রিয়াকরণের কাজ এই মাধ্যমে হয়েছে।

রাজ্য সরকার 'পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ-ডি রিক্রুটমেন্ট বোর্ড'-এর মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগ এবং অফিসে শূন্যপদের নিরিখে ৫ হাজার ৩৭৯ জন বেকার যুবক-যুবতীদের 'গ্রুপ-ডি' পদে অনুমোদন ও নিয়োগপত্র প্রদান করেছে।

লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ২০১৮ সালে রাজ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল লোকায়ুক্ত (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট পাশ হয়েছে এবং লোকায়ুক্ত নিযুক্ত হয়েছে।

৫.৫৬ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে অতিরিক্ত জেলাশাসকদের জন্য প্রস্তাবিত ৪টি অফিস-সহ-আবাসিক বাংলো নির্মাণের কাজ চলছে।

IT এবং Telecom পরিকাঠামো সমেত ইনট্রিগ্রেট্রেড প্রশাসনিক ভবন এবং পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে কালেক্টরের ভবনে আবাসন প্রকল্প নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এ দু'টি প্রকল্পের প্রকল্প ব্যয় ১২০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

আমি, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৫৭ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৯ বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাপন ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ

এই রাজ্যের সমুদ্রপোকূলবর্তী তিনটি সামুদ্রিক ঝঞ্ঝাপ্রবণ জেলা যেমন--- উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের অধিবাসীদের সাইক্লোনের মতো বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে সাময়িক আশ্রয় হিসাবে ১০৩৯.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২২১টি বহুমুখী সামুদ্রিক বিপর্যয় প্রতিরোধী আবাস (MPCS) (Cyclone Shelter) গড়ে তোলা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ১৩২টি এরকম আবাস (MPCS) তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যাবস্থাপন ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য ৭০৩ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২০ অগ্নি নির্বাপণ ও আপৎকালীন পরিষেবা বিভাগ

ফায়ার লাইসেন্স নবীকরণ, অগ্নিসুরক্ষা প্রস্তাবিত করা বা সুরক্ষা শংসাপত্র প্রদান ইত্যাদি কাজ এই বিভাগের মাধ্যমে অন্-লাইন ব্যবস্থাপনায় আনা হয়েছে।

আরও তিনটি নতুন দমকল কেন্দ্র খোলা হয়েছে ও সেখান থেকে পরিষেবা দেবার কাজ শুরু হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ১৯টি নতুন দমকল কেন্দ্র খোলা এবং ৫টি চালু দমকল কেন্দ্রের নতুন ভবন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এর বাইরেও ১০টি আরও নতুন দমকল কেন্দ্র খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

দমকল বিভাগকে ৩০টি Water Browser, ৩০টি Water Tender (MP), ২০টি Water Carrier, ১০টি অ্যামোনিয়া স্যুট, ১০টি ফ্লোটিং পাম্প সহ আরও কিছু অগ্নি মোকাবিলার উপকরণ কেনা হয়েছে যাতে চটজলদি অগ্নি মোকাবিলা আরও জোরদার করা যায়।

২০১৮ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে এই রাজ্যের ৫ জন অগ্নিসুরক্ষা আধিকারিককে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি পদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে অগ্নি নির্বাপণ ও আপৎকালীন পরিষেবা বিভাগের জন্য ৩৭৭ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২১ সংশোধন প্রশাসন বিভাগ

বারুইপুরে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের প্রথম পর্যায়ের কাজ ৫৫ কোটি ১৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪০৯ টাকা ব্যয়ে ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ঝাড়গ্রামে বিশেষ সংশোধনাগারের আধিকারিকদের বসবাসের জন্য নির্মীয়মান প্রস্তাবিত তিনতলা ভবনটির দু'তলা পর্যন্ত নির্মাণ প্রথম পর্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে।

রাজ্যের প্রতিটি সংশোধনাগারে সফলভাবে e-Prison স্যুট-এর প্রচলন করা হয়েছে। প্রতিটি স্যুটে ভিজিটার্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (VMS) চালু হয়েছে। এই VMS-এর মধ্যে রয়েছে IT সঞ্চালনা (যেমন কম্পিউটার, ওয়েব ক্যাম্প, ল্যাম্প সুইচ প্রভৃতি)। এর প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ১.৭৪ কোটি টাকা।

আমি, সংশোধন প্রশাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩০৩ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

ভূ-প্রাকৃতিক পরিকাঠামো

৪.২২ জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পানীয় জল (PHE) বিভাগ

২০১৮-১৯ সালে ৮৮০.৮৭ কোটি টাকা ব্যয় করে ৭৯টি নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ করার কাজ শেষ হয়েছে। এতে প্রায় ১৭.৭৪ লক্ষ মানুষ পানীয় জলের সুবিধা পাবেন।

সেই সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় আরও ৫০৯টি বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে, এর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১০,৭৮১.৭৭ কোটি টাকা। এর ফলে ১.৮৮ কোটি মানুষ উপকৃত হবেন।

রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তের খরাপ্রবণ জেলাগুলিতে বিশেষত পুরুলিয়া ও বাঁকুড়াতে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বাঁকুড়াতে ফ্লুরাইড কবলিত চৌদ্দটি ব্লকে জল সরবরাহের প্রথম ধাপের কাজের জন্য ১,০১১.২২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা-মথুরাপুর ও তার আশেপাশের এলাকায় প্রায় ১০টি লবণাক্ত ব্লক যথা কুলপি, ডায়মন্ডহারবার ১ ও ২ নং, ফলতা, জয়নগর-২, কুলতলি, মগরাহাট-১, মন্দিরবাজার এবং মথুরাপুর-১ ও ২ নং ব্লকে ভূ-পৃষ্ঠত জল সরবরাহের কাজ চলছে; এর জন্য ১,৩৩২.৪১ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।

হাওড়া জেলার বালি-জগাছা অঞ্চলের একটি ভূ-পৃষ্ঠত জল সরবরাহের প্রকল্পে ১৫০.৬৮ কোটি টাকা খরচ করে প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হতে চলেছে।

বালি-জগাছা পানীয় জল প্রকল্পে ৪৫.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২য় পর্যায়ের কাজও শুরু হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া-২ ব্লকের ১১২টি মৌজায় জল প্রকল্পের জন্য ২৪১.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া-গাইঘাটা অঞ্চলে ৫৭৭.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ভূ-পৃষ্ঠত জল সরবরাহের প্রকল্পটি অনুমোদন পেয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপের বাঁকুড়া জেলার ৮টি ব্লকে নলবাহিত জল সরবরাহের কাজও শুরু হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি, ইঁদপুর, তালডাংরা, জয়পুর, কোতুলপুর, পাত্রসায়র এবং সোনামুখিতে ১১.০৩ লক্ষ জনগণ সুবিধা পাবে।

দুই ২৪ পরগনার হাড়োয়া, রাজারহাট ও ভাঙড়-২নং ব্লকের প্রায় ৫.২৬ লক্ষ মানুষকে আর্সেনিকমুক্ত পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের কাজ শুরু হয়েছে।

একইরকমভাবে পূর্ব মেদিনীপুরের লবণাক্ত অঞ্চলের নন্দকুমার, চণ্ডীপুর, নন্দীগ্রাম-১ ও ২নং ব্লকের প্রায় ৭.৮২ লক্ষ মানুষকে ভূ-পৃষ্ঠত জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ অনুমোদিত হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলার অধীনে JICA-JAPAN-এর আর্থিক সহায়তায় ১,২৯৬.২৫ কোটি টাকা খরচ করে ৫টি ব্লকের ৬.৩২ লক্ষ মানুষকে পরিশ্রুত জল সরবরাহের কাজ (ফেজ-১) শুরু হয়ে গেছে, যার থেকে আর্শা, বড়োবাজার, পুঞ্চা, পুরুলিয়া-১নং এবং মানবাজার-১নং ব্লকের মানুষ ছাড়াও পুরুলিয়া পৌরসভার প্রায় ১.৮৫ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

দক্ষিণ দিনাজপুরের ফ্লুওরাইড কবলিত গঙ্গারামপুর ও তপন ব্লকে ১৪৫.০১ কোটি এবং ১৬৫.৫০ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে ২টি ভূগর্ভ জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ শুরু হতে চলেছে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পানীয় জল সরবরাহ (PHE) বিভাগের জন্য ৩,০২৯ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৩ পরিবহন বিভাগ

বাস স্ট্যান্ড বা বাস টার্মিনাসগুলিকে অত্যাধুনিক রূপে গড়ে তোলা হচ্ছে যেমন– জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম বাস টার্মিনাস, পশ্চিম বর্ধমান জেলার কালিপাহাড়ি বাস টার্মিনাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং বাস টার্মিনাস, SBSTC-এর অধীনে হলদিয়া ডিপো এবং NBSTC-এর অধীনে ইসলামপুর এবং STU-র আরও কয়েকটি বাস ডিপোকে অত্যাধুনিক করার কাজ শুরু হয়েছে। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ও বাহাদুরপুরের ট্রাক টার্মিনাল দুটি নির্মাণের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের সর্বত্র STU'র অধীনে ২৭৫টি নতুন বাস চালু হয়েছে। এছাড়াও ২০টি CNG বাস আসানসোল ও দুর্গাপুর রুটে চালু হয়েছে।

শহর কোলকাতায় পরিবেশ সহায়ক পরিবহন চালুর উদ্দেশ্যে একটি নতুন উদ্যোগে FAME ইন্ডিয়া স্কিমের আওতায় ৮০টির মতো নতুন বিদ্যুৎচালিত বাস চালানো হবে। জুন ২০১৯ সালের মধ্যে তা চালু করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে 'পথদিশা'-র মতো আধুনিক পরিষেবা এবং অনলাইন টিকিট বুকিং পরিষেবা চালু করা হয়েছে।

জলপথ পরিবহণের ক্ষেত্রে ২০১৮-১৯ সালে ৩০টির উপর ফেরিঘাট ও জেটি-সংস্কার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন করে গড়ে তোলার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। হুগলির তেলেনিপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগর এবং পানিহাটি, পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া এবং নদীয়ার নবদ্বীপের বোড়াল ঘাটের সংস্কার ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে।

জলপথ পরিবহণকে আরও উন্নত করতে ২০টিরও বেশি ইস্পাতের জলযান এবং ১৪টিরও বেশি কাঠের জলযান রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফেরি ঘাটগুলিতে পরিষেবা দেওয়ার কাজে লাগানো হয়েছে। একটি রো-রো (RO-RO) জলযান তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে।

রাজ্যের 'জলধারা' স্কিমের অধীনে ১৫০টিরও বেশি সুগঠিত ও অত্যাধুনিক যাত্রীবাহী নৌকা তৈরির কাজ চলছে। ২০১৯-এর মাঝামাঝি থেকে সেগুলি কাজে লাগানো যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পথ নিরাপত্তাতে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' নামক পথ নিরাপত্তা কর্মসূচি রূপায়ণে ২০১৮-১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬২ কোটি টাকার বেশি খরচ করা হয়েছে।

মোটর গাড়িসহ পথ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ সাহায্য এখন ৫০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে পরিবহন ক্ষেত্রে স্বনিযুক্তিমূলক 'গতিধারা' প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার জন প্রার্থীর কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত হয়েছে।

'ওয়ান টাইম ওয়েভার অফ্ পেনাল্টি অন ট্যাক্স অন্ মোটর ভেহিক্যালস্' স্কীম চালু করা হয়েছে যাতে ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ অবধি বকেয়া কর প্রদান করলে বকেয়া জরিমানার ১০০% মকুব করা হবে।

HRBC'র তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় হুগলি সেতু তথা বিদ্যাসাগর সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ২০১৯-২০ সালে শুরু হয়ে যাবে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে পরিবহন বিভাগের জন্য ১,৬১৩ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৪ পূর্ত (PWD) বিভাগ

চলতি অর্থবর্ষে ১৫ই জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত PWD বিভাগ প্রায় ৩১৯ কি.মি. রাস্তা দ্বিমুখী গাড়ি চলাচলের জন্য ৭ মিটার চওড়া করে প্রসারিত ও মজবুত করার কাজ শুরু করেছে। এছাড়াও ৫০০ কি.মি. রাস্তা চওড়া ও মজবুত করে তৈরির করার কাজ ২০১৮-১৯-এর মধ্যেই শেষ হবে।

ইতিমধ্যেই ২৪৮ কি.মি. রাস্তাকে ৫.৫০ মি. চওড়া করার কাজ চলতি বছরে শেষ হয়েছে এবং বছর শেষের আগে আরও ৩৫০ কি.মি. রাস্তা চওড়া করার কাজ শেষ করা হবে।

চলতি অর্থবর্ষে ১৪০৩ কি.মি. রাস্তা মজবুত করা হয়েছে এবং এই বছরে ১৬০০ কি.মি. রাস্তা মজবুত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ৯টি ব্রিজ তৈরি হয়েছে এবং ১০৯টি ব্রিজের ২ দিকের রাস্তা বানানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, যা চলতি অর্থবর্ষে দ্বিগুণ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়াও ছোট বড়ো প্রায় ১৭টির মতো বাড়ি তৈরির প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

২০১৮-১৯ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা ঘাটাল বরাবর ১৭.৮০ কি.মি. লম্বা রাস্তাকে ৪৩ কি.মি. করার কাজ শেষ হয়েছে এবং এর জন্য খরচ হয়েছে ১৬৮.১১ কোটি টাকা। অন্যদিকে বীরভূমের আহমেদপুর, কীর্ণাহার, রামজীবনপুরে ২৯.১০৬ কি.মি. রাস্তা চওড়া করার কাজ হয়েছে। এর জন্য খরচ হয়েছে ৭৭.৭৭ কোটি টাকা। আবার

রামজীবনপুর থেকে পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম ও কাটোয়া (ফুটি সাঁকো থেকে ঝাঁঝিগ্রাম) পর্যন্ত ৭৬ কি.মি. রাস্তাকে ১০২ কি.মি. পর্যন্ত বাড়িয়ে ৭২.৭৮ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছে। একইরকমভাবে উত্তর ২৪ পরগনার লাউহাটি থেকে হাড়োয়া পর্যন্ত রাস্তাটি শুরু থেকে ১৮ কি.মি. পর্যন্ত ৫০.৪৫ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ২৭০ কি.মি. রাস্তা চওড়া ও মজবুত করার জন্য ৬২০টির মতো প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যেগুলি হল: ১৭৭৭.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে হুগলি জেলার মগরার কাছে ১৩নং রাজ্য সড়কটি নদীয়া জেলার বড়োজাগুলি পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ৩৪নং জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত করা; ভাগীরথী নদীর উপর সেতু ১০৯৮.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করে পূর্ব বর্ধমানের কালনা এবং নদীয়ার শান্তিপুরের সঙ্গে যুক্ত করা; ৬৯২.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ মুখী বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে এবং কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে রাস্তা দুটিকে যুক্ত করা এবং নিমতা ও মুরাগাছাকেও ৬ মুখী রাস্তা করে জুড়ে দেওয়া; হুগলি জেলার চাঁপাডাঙ্গা-পুরশুরা-আরামবাগ পর্যন্ত রাস্তাটিকে চওড়া ও মজবুত করা হবে ৫১২.৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে; অজয় নদীর উপর ব্রিজটি শিবপুরের কাছে মুচিপাড়া ও শিবপুরের সংযোগকারী রাস্তা হিসেবে ১৬৩.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ১৭.৮৪ কি.মি. বাড়ানোর কাজ চলছে।

এই বিভাগ রাজ্যের সব জেলায় রাজ্য সড়কের উপর প্রধান সংযোগস্থলগুলিতে ২০ আসনের যাত্রী প্রতীক্ষালয় স্থাপন করেছে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জেলা পরিষদ ও পুরসভাগুলির ৩ হাজার ৮০০ কি.মি. দূরত্বের ৪৪৩টি রাস্তা পূর্ত বিভাগের অধীনে আনা হয়েছে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে পূর্ত (PWD) বিভাগের জন্য ৫,৩৩৬ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৫ ভূমি ও ভূমিসংস্কার, পুনর্বাসন বিভাগ

ল্যান্ড রেকর্ড মডার্নাইজেশন প্রোগ্রামের অধীনে (DILRMP) ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষেই ১২৩টি মডার্ন রেকর্ড রুমকে উন্নত করার কাজ শেষ হয়েছে। রাজ্যের ৩৪৬টি ব্লকে এই

প্রকল্পের অধীনস্থ তহসিল ডেটা সেন্টার (Data Centre) তাদের ডেটা সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে।

চলতি বছরের ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত 'নিজ গৃহ নিজ ভূমি' (NGNB) স্কিমে ১,২৮১টি পাট্টা (1791.99 acrs) বিলির কাজ শেষ হয়েছে।

২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ত ৬৮,৩৪৮টির মধ্যে ৬৭,৯১৫টি জমি মানচিত্র ডিজিটাইজ করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৫৬,১১২টি মানচিত্রের সঙ্গে জমির নথিপত্র (Record) সংযুক্ত করার কাজও শেষ হয়েছে।

বর্তমানে ৩৪৪টি BL&LRO অফিস থেকে জমির স্থায়ী স্বত্বে ডিজিটাল শংসাপত্রের কাগজ বিভিন্ন IT সংস্থার ই-ডিস্ট্রিক্ট পোর্টালের মাধ্যমে হাতে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আরও ৩৪৬টি ব্লক অফিস থেকে জমির রেকর্ড সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে জমির রেজিস্ট্রেশন তৈরির কাজও করা হচ্ছে।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে PPP মডেলে উত্তর ২৪ পরগনার বরানগর অঞ্চলের বনহুগলিতে বনহুগলি হাউসিং প্রোজেক্টের কাজ শুরু হয়েছিল। সেই কাজ ২০১৭'তে শেষ হয়েছে এবং ৫৪০টি পুরোনো বাসিন্দাকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। আরও ১০৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে যারা পূর্বে কামারহাটি পুরসভার বার্মা কলোনির উদয় ভিলায় থাকতেন, তারাও বনহুগলির এই Bonirini আবাসনে বসবাসের সুযোগ পেয়েছেন।

আমি, ভূমি ও ভূমিসংস্কার, পুনর্বাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৪২ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৬ বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি ঘরে আলো পৌঁছানোর লক্ষ্যে সরকারের 'সবার ঘরে আলো' প্রকল্পটি প্রায় শেষের পর্যায়ে। বর্তমানে বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে ৪৩টি নতুন ৩৩/১১ KV সাবস্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে যার ফলে ৫৭০ MVA বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১০৬টি ৩৩/১১ KV সাবস্টেশনের উন্নতিকরণ করা হয়েছে।

WBSEDCL-এর অন্তর্গত গ্রাহক সংখ্যা ৩০শে নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ১.৮৮ কোটি ছিল। যার মধ্যে চলতি অর্থবর্ষে ১০ লক্ষ নতুন গ্রাহক হয়েছেন। যার দরুন ৩১,৪২৬ STW কানেকশন, ৬,৪৬৮টি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কানেকশন এবং ১.৮৫ লক্ষ কমার্শিয়াল কানেকশন দেওয়া হয়েছে।

ভূগর্ভস্থ কেবলিং এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থা বাংলার সমস্ত প্রধান প্রধান শহর এবং নগরগুলিতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছররা, সাঁওতালডিহি, খেমাশুলি এবং শালবনীর কেন্দ্রগুলিতে 'আলোশ্রী' ও IPDS কর্মসূচির অধীনে রুফটপ এবং গ্রাউন্ড মাউন্টেড সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। এরফলে প্রায় ৩৫ MW ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। পুরুলিয়ার পাম্প স্টোরেজ থেকে ১০৮০ MU, জলবিদ্যুৎ থেকে ৪৭৮ MU এবং সৌরবিদ্যুৎ থেকে ২৬ MU শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। পুরুলিয়ায় আরও বিদ্যুতের চাহিদার কথা মাথায় রেখে JICA'র ৫,২০০ কোটি টাকা আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় ১,০০০ MW ক্ষমতাসম্পন্ন Turga Pump Storage Project গড়ে তোলা হয়েছে।

বর্ধিত সংখ্যক উপভোক্তাদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে দুটি ২২০ KV-র GIS সাবস্টেশন, ৬টি ১৩২/৩৩ KV-র GIS সাবস্টেশন এবং ৪৬টি EHV সাবস্টেশনের উন্নতিকরণ এবং ৪৮.২ Circuit kms, ২২০ KV লাইন, ৩৯৪.৬৯৩ Circuit kms, ১৩২ KV লাইন নির্মাণ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

'আলোশ্রী' কর্মসূচির অধীনে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে কোলাঘাট, ব্যান্ডেল, সাঁওতালডিহি, সাগরদিঘি এবং বক্রেশ্বরের শাখা অফিসগুলিতে সর্বমোট ১০ MW ক্ষমতাসম্পন্ন Solar Power PV Plant বসানো হয়েছে। সাগরদিঘিতে ৫ MW গ্রীড কানেকশনের ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট বসানোর কাজ চলছে।

WBPDCL বীরভূমের বড়জোড়া কয়লাখনি থেকে কয়লা সংগ্রহ করার কাজ শুরু করেছে। এছাড়াও রাজ্যে WBPDCL-এর ৬টি অন্যান্য খনি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লা আনার কাজও এগিয়ে চলেছে।

WBREDA রাজ্যে অচিরাচরিত বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎসাহ দিতে রাজ্যের সর্বত্র ১,০০০ স্কুলে রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে ১০ KWP ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ তৈরির সরঞ্জাম সুলভে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এই চলতি বছরে।

আমি, বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,৪৭৪ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৭ নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগ

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দির এলাকায় ৬৫.১৬ কোটি টাকা খরচ করে Skywalk নির্মাণ; পাটুলিতে ৬.৭৬ কোটি টাকা খরচ করে ভাসমান বাজার তৈরি; বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে জিঞ্জিরা বাজার এবং বাটানগরের মধ্যে এলিভেটেড রোড; দীঘা উন্নয়ন পর্ষদের অন্তর্গত ৭০.৬২ কোটি টাকা খরচ করে দীঘা সম্মেলন সভাকেন্দ্র; ৮০ কোটি টাকা খরচ করে মা-ফ্লাইওভারের পশ্চিমদিকের চড়াই পথ নির্মাণ; ৩৩.৫৯ কোটি টাকা খরচ করে নারকেলডাঙা মেনরোড ক্রসিং (স্বভূমি) এবং বেলেঘাটা ক্রসিং-এ প্রস্তাবিত দুটি আন্ডারপাস নির্মাণ; ইত্যাদি।

SJDA-র জন্য লাটাগুড়িতে ৯.২০ কোটি টাকা খরচ করে পরিবেশবান্ধব নেচার পার্ক এবং আর্থিকভাবে দুর্বল (EWS)-দের জন্য বোলপুরে ৭.৪১ কোটি টাকা খরচ করে 'গীতবিতান টাউনশিপ' গড়ে তোলা হয়েছে।

২০১৮-১৯ বর্ষে রাজ্যে ৪১১.৯৩ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় ধরে Green City Mission-এর অন্তর্গত ৯৪১টি স্কিমের প্রচলন করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৫৭,৫৮০টি শহরের গরিবদের জন্য গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

২০১৮-১৯ বর্ষে Green Space Development Programme-এর অন্তর্গত শহরের ৭৭টি নতুন পার্কের নির্মাণ এবং ৫৫টি চালু পার্কের উন্নতিকরণ করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ বর্ষে ৯টি হাসপাতালের সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে।

রাজ্যে ৬৩টি ULB-তে সমসংখ্যক জীবিকা নির্বাহ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। শহরের স্থায়ী আশ্রয়হীনদের জন্য ১০টি ULB-তে আশ্রয়স্থল তৈরি করা হয়েছে এবং ৩৫টি আশ্রয়স্থলের কাজ শেষের পর্যায়ে।

বহরমপুর, কৃষ্ণনগর এবং দুবরাজপুর পৌরসভাতে হকারদের পুনর্বাসনের জন্য ৩টি মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করা হচ্ছে।

'স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প'-এর মাধ্যমে ULB-র প্রতিটি কর্মীকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্যে ৬টি জেলার ১২৫টি শহরের মধ্যে ৭০টি 'নির্মল বাংলা মিশনের' অধীনে 'মুক্ত শৌচহীন' (ODF) শহর বলে ঘোষিত হয়েছে। মার্চ ২০১৯-এর মধ্যে ১৭টি জেলার আরও ৫২টি শহর ODF হয়ে যাবে। এই প্রকল্পের অন্তর্গত 'কঠিন বর্জ্য (Solid Waste) প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্পকে', ৭৪১ কোটি টাকা খরচ ধার্য করে, ২৯টি মুখ্য শহরে বাস্তবায়িত করা হয়েছে।

রাজ্যে প্রবীণ নাগরিক, বিধবা, পরিত্যক্ত অথবা বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সম্পত্তিকর মকুব করা হয়েছে। অন্যদিকে যেসব বাড়িতে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলছে সেই বাড়িগুলিতে সম্পত্তি কর পুরোটাই মকুব করা হয়েছে এবং পরিচ্ছন্ন জলাশয়গুলির ক্ষেত্রে মালিকপক্ষকে ৯০ শতাংশ পুরকর মকুবের ব্যবস্থা করে পুর আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে।

পুরকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে পুর আইন অনুযায়ী মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন তৈরি করা হয়েছে।

পৌর এলাকার স্ট্রীট হকার এবং রাস্তায় বসা ভেন্ডারদের জীবিকানির্বাহ এবং সুরক্ষার জন্য West Bengal Urban Street Vendors (Protection of Livelihood & Regulation of Street Vending Rules, 2018) আইন তৈরি করা হয়েছে। এই আইনের অন্তর্গত টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় স্কীম গঠন করা হচ্ছে।

২৪টি ULB-তে পৌর এলাকায় জমি এবং বাড়ি কর প্রদানের প্রক্রিয়াটিকে অন্‌লাইন করা হয়েছে যা, পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ULB-তেও শীঘ্রই প্রসারিত করা হবে। এই বিভাগ আরও কিছু নাগরিক পরিষেবাকে Ease of Doing Business পরিষেবার অংশ হিসেবে e-District Portal-এর মাধ্যমে অন্‌লাইন করেছে, যেমন— শিল্পাঞ্চলে বিল্ডিং প্ল্যানের অ্যাপ্রুভাল, শিল্পাঞ্চলে দখলি জমির অধিকারে শংসাপত্র প্রদান, বিল্ডিং তৈরির প্রাথমিক পর্যায়ের সম্পূর্ণ হওয়ার কাজে শংসাপত্র প্রদান, জলের লাইনের কানেকশন, ট্রেড লাইসেন্সের পুনর্নবীকরণ এবং ট্রেড লাইসেন্সের পরিবর্তন।

আমি, নগরোন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০,৯৩০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৮ আবাসন বিভাগ

আবাসন বিভাগ 'গীতাঞ্জলি' স্কিমের শুরু থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৯৬ জন মানুষের গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ মঞ্জুর করেছে। ইতিমধ্যেই ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৪১ জন মানুষের জন্য গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

আবাসন বিভাগ হাসপাতালের রোগীদের আত্মীয়-স্বজনদের থাকার জন্য—১৩টি 'নৈশাবাস' (Night Shelter) তৈরি করেছে। এগুলি হল ঃ

জে. এন. এম. হাসপাতাল, নদীয়া (১০০ বেড); উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল (১০০ বেড); সিউড়ি জেলা হাসপাতাল, বীরভূম (১০০ বেড); টি.এস. জয়সওয়াল হাসপাতাল, হাওড়া (৫০ বেড); উলুবেড়িয়া সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল, হাওড়া (৫০ বেড); মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর (১০০ বেড); জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল, জলপাইগুড়ি (১০০ বেড); মালদা জেলা হাসপাতাল, মালদা (১০০ বেড); ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতাল, ঝাড়গ্রাম (১০০ বেড); বারাসাত জেলা হাসপাতাল, উঃ ২৪ পরগনা (১০০ বেড); তমলুক জেলা হাসপাতাল, পূর্ব মেদিনীপুর (১০০ বেড); দেবেন মাহাত সদর হাসপাতাল, পুরুলিয়া (১০০ বেড); আর.জি.কর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল, কলকাতা (১০০ বেড)।

এছাড়াও আবাসন বিভাগ 'কর্মরতা মহিলাদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করেছে যেগুলি হল — মালবাজার, জলপাইগুড়ি (৬১ বেড); বনমালী নস্কর রোড, কোলকাতা (৬১ বেড); বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, কোলকাতা (৩৪ বেড); এইচ. কে. শেঠ রোড, কোলকাতা (৭৬ বেড); রিজেন্ট পার্ক, কোলকাতা (৩৪ বেড)।

একইসঙ্গে আরও একটি কর্মরত মহিলা হোস্টেল C.N. Ray Road, পিকনিক গার্ডেন, কোলকাতায় (১২৩ বেড) তৈরি হয়ে যাবে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে।

সম্প্রতি সরকারি কর্মীদের জন্য ৪টি 'রেন্টাল আবাসন প্রকল্প' তৈরি হয়ে গেছে। রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় আরও ৫টি আবাসন প্রকল্প চলতি অর্থবর্ষে শেষ হয়ে যাবে।

আবাসন বিভাগ যাত্রীদের সুবিধার জন্য জাতীয়, রাজ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য রাস্তার ওপর 'পথসাথী' নামে সুবিধা তৈরি করছে। বর্তমানে ৭১টি 'পথসাথী'র মধ্যে ৬৮টির কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং আরও ২টির কাজ জোর কদমে চলছে।

আবাসন বিভাগ LIG এবং MIG শ্রেণিভুক্ত মানুষদের স্বল্পমূল্যে গৃহ তৈরির সাহায্যের স্বার্থে সরকারি জমিতে 'নিজশ্রী' (NIJASHREE) প্রকল্প নিয়েছে। এই প্রকল্পে জমির দাম, জল সরবরাহ, ড্রেনেজ ও বিদ্যুৎ সুবিধার খরচ ইত্যাদি পুরোপুরি সরকার বহন করবে।

আবাসন শিল্পের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে West Bengal Housing Regulation Act, 2017 এর Section 20-র অন্তর্গত Housing Industry Regulatory Authority তৈরি করা হয়েছে। Web based application সুবিধাযুক্ত এই Regulatory Authority ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে আবাসন বিভাগের জন্য ১,৩০০ কোটি টাকা ব্যয়- বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সামাজিক ক্ষমতায়ন

৪.২৯ মহিলা ও শিশুবিকাশ ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ

রাজ্যের flagship কন্যাশ্রী প্রকল্প পঞ্চম বর্ষে পড়েছে এবং এখনও পর্যন্ত ৫৫.১৭ লক্ষ কিশোরীকে এর আওতায় আনা হয়েছে। এখন রাজ্যের পড়ুয়া কন্যারা পূর্বতন

৭৫০ টাকার জায়গায় ১,০০০ টাকা করে বার্ষিক মেধাবৃত্তি পাচ্ছে। এছাড়াও এখন শুধুমাত্র দরিদ্র পরিবারের জন্য নয়, ১৩ থেকে ১৯ বছরের রাজ্যে সমস্ত অবিবাহিত কন্যাসন্তান এই প্রকল্পের আওতায় আসবে।

সামাজিক সুরক্ষা স্তরে রাজ্য সরকার 'রূপশ্রী' এবং 'মানবিক' নামে আরও দুটি নতুন স্কিম ২০১৮'র ১লা এপ্রিল থেকে চালু করেছে। 'মানবিক' প্রকল্পটি অক্ষম মানুষজনদের উদ্দেশ্যে পেনশন স্কিম। উল্লেখ্য 'রূপশ্রী' প্রকল্পে ১.৩৫ লক্ষ এবং 'মানবিক' প্রকল্পে ২.৪২ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন সার্ভিসের (ICPS) অধীনে ১৩৭ জন শিশুকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং ৩৩ জন শিশুকে বিদেশে দত্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সামাজিক প্রচেষ্টার ফলে ২৮৮ জন হারিয়ে যাওয়া শিশুকে ঘরে ফেরানো হয়েছে। ৫২ জন পাচার হওয়া শিশুদের স্বদেশে ফেরানো হয়েছে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে মহিলা ও শিশুবিকাশ ও সমাজ কল্যাণ বিভাগের জন্য ৫,৫২২ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩০ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

২০১৮-১৯ সালে Multi Sectoral Development Programme (MSDP)-এর সফল রূপায়ণের জন্য ৪৪৮.৭৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্য ৫২১.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০৭টি হোস্টেল (২৫৬টি বালক এবং ২৫১টি বালিকা) নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৩৪টি চালু রয়েছে এবং এই হোস্টেলের আবাসিকদের প্রতিবছর ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

MSDP-এর সাহায্য না পাওয়া এমন ১৩টি জেলার ৩১টি ব্লকের উন্নয়নের ঘাটতি মেটানোর জন্য ইন্টিগ্রেটেড মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (IMDP)-এর মাধ্যমে এই বিভাগ ৮৩.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

এপর্যন্ত ৩১২টি কর্মতীর্থ (মার্কেটিং হাব) তৈরি হয়েছে। যার মাধ্যমে বিপণনের সুবিধা বাড়ানোর জন্য এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় কৃষক ও কারিগর এবং সংঘ্যালঘু যুব

সম্প্রদায় এবং সেল্ফ-হেল্প গ্রুপের সদস্যদের স্বনির্ভর শিল্পে নিযুক্তি করা যাবে। ৩১২টি কর্মতীর্থের মধ্যে ১৪৪টি তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং বাকি ১৬৮টি কর্মতীর্থের কাজ মার্চ ২০১৯-এর মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার পথে।

চলতি অর্থবর্ষে সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Pre-Matric, Post-Matric, Merit-cum-Means, Talent Support Programme প্রভৃতির জন্য ৩৩৪.২০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। সরকারের ব্যাপক প্রচারের ফলে শুধু এই বছর Pre-Matric এবং Post-Matric ছাত্রবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ৩৭ লক্ষ আবেদন পত্র জমা পড়েছে, যা একটি নতুন জাতীয় রেকর্ড। বলা বাহুল্য এই নতুন রেকর্ড বিগত বছরের রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে।

১৫০টি মাদ্রাসায় ৩০০টি স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরি করা গেছে এবং ICT-এর মাধ্যমে ১৬৯টি মাদ্রাসায় e-Learning-এর ব্যবস্থা করা গেছে।

চলতি অর্থবর্ষে সংখ্যালঘু উন্নয়নকল্পে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে, যেগুলি হল— আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি নির্মাণ কাজ, সংখ্যালঘু আবাস, আই.টি.আই./পলিটেকনিক কলেজ তৈরি, তৃতীয় হজ হাউস, কবরস্থানের সীমানা পাঁচিল, ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা প্রভৃতি। এছাড়াও চলতি বছরে অন্যান্য প্রসারমূলক স্কিম যেমন— সংখ্যালঘু ছাত্রদের ঋণপ্রদান, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ডিজিটাল সাহিত্যের প্রচলন, ডিভোর্সি, অবিবাহিতা বা একলা থাকেন এমন মহিলাদের সুবিধার্থে আবাসন প্রকল্প, উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্য প্রকল্প প্রভৃতি নেওয়া হয়েছে।

আমি, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪,০১৬ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩১ অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ এবং উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ

রাজ্যসরকার পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ১১ লক্ষ তপশিলি জাতিভুক্ত এবং ২ লক্ষ উপজাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ‘শিক্ষাশ্রী’ ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এই কারণে সরকার যথাক্রমে ৮৩ কোটি এবং ১৬ কোটি টাকা চলতি অর্থবর্ষে খরচ করেছে।

এছাড়াও অতিরিক্ত ৮.৪৬ লক্ষ তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে প্রি এবং পোস্ট-ম্যাট্রিক ছাত্রবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আরও ৩৩৪.০৯ কোটি টাকা সরকারের খরচ হবে।

৫.৫৪ লক্ষ OBC সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী 'প্রি-ম্যাট্রিক' OBC ছাত্রবৃত্তির জন্য ৮৩.১০ কোটি টাকা এবং ৩.৭৫ লক্ষ OBC সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর পোস্ট-ম্যাট্রিক ছাত্রবৃত্তির জন্য ১১৯.১০ কোটি টাকা চলতি অর্থবর্ষে খরচ হবে।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ থেকে তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক 'আবাসিক ভাতা' ৭৫০ টাকা বৃদ্ধি করে ১,০০০ টাকা করা হয়েছে, যার ফলে ৯৬ হাজার আবাসিক এই বছরে উপকৃত হবেন। আশ্রমিক আবাসিকদেরও বার্ষিক আবাসিক ভাতা ১,১০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১,৫০০ টাকা করা হয়েছে, যার ফলে প্রায় ৩,০০০ আশ্রমিক আবাসিক উপকৃত হবেন।

রাজ্যে OBC সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পূর্ব মেদিনীপুরে ৩টি নতুন হোস্টেল সহ ১০টি হোস্টেল চালু আছে। এছাড়াও মালদা জেলায় আরও দুটি নতুন হোস্টেল চালু হবে।

জলপাইগুড়ি এবং উত্তর ২৪ পরগনায় ২৩ কোটি টাকা ব্যয় করে দুটি নতুন 'ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর আবাসিক স্কুল' তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। দুটি স্কুলই ২০১৯-২০ বর্ষে চালু হয়ে যাবে।

রাজ্য সরকারের 'সবুজসাথী' প্রকল্প চালু রয়েছে। এই স্কিমে ১ কোটি ছাত্র-ছাত্রীর লক্ষ্যমাত্রার ভিতর ৭০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে শুধুমাত্র নবম শ্রেণির ১২.৩৮ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে এই স্কিমের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে ৪,০৬,০৯৫ জাতি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে, যেখানে তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের সংখ্যা হল ২,২৪,৯৩০ এবং ও.বি.সি. দের সংখ্যা হল ১,৮১,১৬৫। আশা করা যায় যে আরও ১.৫০ লক্ষ জাতি শংসাপত্র চলতি বছরের শেষে বিতরণ করা যাবে।

উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের অন্তর্গত ৬টি উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বোর্ড তৈরি করা হয়েছে।

স্বনির্ভরতার বিকাশের জন্য ২০১৭-১৮ আর্থিক বর্ষে বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য (SCA to SCSP)-এর মাধ্যমে ৮৬.২৭ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় 'আম্বেদকর সেন্টার ফর এক্সিলেন্স (ACE)' তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। আশা করা যায় ২০২০-২১ সালে এটি কার্যকরী হবে।

বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের নিযুক্তির ঘাটতি দূরীকরণের জন্য স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ এর মাধ্যমে এই সময় পর্যন্ত ১,৭৩৬ জন তপশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থী নিযুক্তিকরণ করা গেছে।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দুপাতা সংগ্রাহক সামাজিক সুরক্ষা স্কিম (WBKLCSSS) ২০১৫'য় ৫৭৪ জন সুবিধাভোগীকে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা বা ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে।

গ্রামীণ এলাকা এবং পাহাড়ে চা-বাগান সহ রাজ্যে তপশিলি উপজাতিদের জন্য মাসিক ১ হাজার টাকা বার্ধক্যভাতা দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে ১,৪৯,৩২৭ জন তপশিলি উপজাতি মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। ২০১২-১৩ সাল থেকে সরকার ৪৬,৪১০ জন ব্যক্তিগত বনপাট্টা, ৭৩৮টি কমিউনিটি বন অধিকার এবং ৬৪ কমিউনিটি বনসম্পদ অধিকার বিতরণ করেছে বনাঞ্চল অধিবাসীদের। ৩২৩টি 'জহের থান' (সাঁওতাল সম্প্রদায়ের পবিত্র স্থান) বেড়া দিতে সরকার ২.৬২ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কুরুখ ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে মান্যতা দিয়েছে।

আমি, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও উন্নয়ন বিভাগ এবং উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯৬৬ কোটি ও ৯১২ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩২ শ্রমিক কল্যাণ বিভাগ

২০১৭'র ১লা এপ্রিল থেকে চালু হওয়া সামাজিক সুরক্ষা যোজনা আওতায় পাঁচটি বিভিন্ন রকম একক ও অভিন্ন সুবিধাপ্রাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা স্কিম কার্যকর করা হয়েছে। ২০১৮'র অক্টোবর পর্যন্ত ১.০১ কোটি শ্রমজীবী মানুষ এই প্রকল্পের অধীনে সামাজিক

মুক্তি কার্ডের সুযোগসুবিধা পেয়েছেন। এই খাতে মোট ১,২৭৪.২৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

দেশের মধ্যে এই প্রথম একটি বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েদের স্নাতক স্তরের শিক্ষা অথবা দক্ষতা উন্নয়নমূলক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। এই স্কিমে তারা বিয়ের আগে পর্যন্ত শিক্ষা ও দক্ষতা শেষ করতে পারেন, যাতে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হবে ও অল্প বয়সে বিয়ে বন্ধ করা সম্ভব হবে।

সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের চিকিৎসার সুবিধার্থে বার্ষিক চিকিৎসা বিমা ১০ হাজার টাকার জায়গায় বার্ষিক ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে। অপারেশনের ক্ষেত্রে বছরে ৬০ হাজার টাকা এককালীন সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়াও পূজা ও ইদে অনুদান বাবদ আরও ১ হাজার ৫০০ টাকা বছরে দেওয়া হচ্ছে। এই খাতে সরকার ১৩,২৭১ জন শ্রমজীবী মানুষকে ২০১৮'র অক্টোবর পর্যন্ত ১৮.৩৫ কোটি টাকা দিয়েছে।

যুবশ্রী প্রকল্পের অধীনে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত রাজ্যের ১ লক্ষ কর্মপ্রার্থী যুবককে মাসে ১ হাজার ৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে শ্রমিক কল্যাণ বিভাগের জন্য ৯৫৯ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩৩ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ

'স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প' (SVSKP)-এর অধীনে চলতি অর্থবর্ষে ২০১৮'র ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৭,৪৭৯ জন উদ্যোগীকে ১৩৭.৬১ কোটি টাকা সহায়তা করা হয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ঋণের বোঝা লাঘব করার লক্ষ্যে 'পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর সহায়ক প্রকল্প' (WBSSP)-এর অধীনে ৩,৭০,১৩৭টি সেল্ফ-হেল্প গ্রুপ (SHG)-এর মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সুদের ভর্তুকি বাবদ ১৫৭.৯১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি তথা তাদের দ্রব্যগুলির বিপণন করার জন্য ১২টি 'ট্রেনিং কাম মার্কেটিং কমপ্লেক্স' (কর্মতীর্থ) তৈরি করা হয়েছে। তদুপরি আরো ৩৩টি কর্মতীর্থের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

আমি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬২২ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩৪ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ

পাহাড়ের বিভিন্ন চা-বাগানগুলির প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে প্রচুর সংখ্যক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, ক্রেশ, মিড-ডে- মিল কিচেন শেড, মিড-ডে-মিল খাওয়ার ঘর তৈরি করেছে। এই স্কুলগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার এবং রং করার জন্যও প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

সরকার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা ও পাহাড়ের চা-বাগানে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে মিনি পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম চালু করেছে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে গ্রাম্য বাজার এবং হাটগুলির সংস্কার করার জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে আধুনিক সুবিধাযুক্ত অডিটোরিয়াম-গুলিকে সংস্কার এবং উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল এলাকার শ্মশানে ইলেকট্রিক চুল্লী বসানোর কাজ হাতে নিয়েছে।

জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট এবং ধুপগুড়ি শহর ও ওখানকার নদীর পাড়গুলির সৌন্দর্যায়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পৌরসভায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য রাস্তায় LED লাইটের ব্যবহার করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের মালদা, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ এলাকায় ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎসাহদানের জন্য MGNREGA প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামীণ স্টেডিয়াম তৈরি করা হচ্ছে।

এই বিভাগ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্তে এবং মালদা জেলার নারায়ণপুর এবং কোচবিহার জেলার খাগড়াবাড়িতে ৩টি ট্রাক-টার্মিনাস তৈরি করছে। প্রতিটি ট্রাক-টার্মিনাস তৈরি করতে প্রায় ২০ কোটি টাকা খরচ হবে।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে উত্তরবঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্রসেচ এবং ড্রেনেজ (প্রণালী)-এর জন্য ৭০ কোটি টাকা খরচ হবে।

আমি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬৮৩ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩৫ সুন্দরবন উন্নয়ন বিভাগ

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকাগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম করতে সুন্দরবন উন্নয়ন বিভাগ পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছে। পাথর প্রতিমা ব্লকের অন্তর্গত গোপাল নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুসলিম পাড়ায় আরোরা নদীর উপর ৩৬৯.৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে RCC ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় নামখানাতে নারায়ণী বিদ্যামন্দিরের (উচ্চ মাধ্যমিক) কাছে ১৫৩.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি RCC ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে যা ঘিয়াবতী খালের উপর দিয়ে সোজা নারায়ণপুর এবং গণেশনগর সহ নাদাভাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতকেও যুক্ত করবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় কাকদ্বীপ ব্লকের ময়না পাড়া (জেলেপাড়া) ঘিয়াবতী নদীর উপর ২১৮.২২ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ে RCC ব্রিজ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৩৯৪.৬০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ হয়েছে --- যার মধ্যে ২৫২ কি.মি. ইটের রাস্তা, ১০৩.৫০ কি.মি. কংক্রিটের রাস্তা, ৩৯.১০ কি.মি. বিটুমিনাস রাস্তা। ৬টি RCC জেটির নির্মাণের কাজও শেষ হয়েছে। ৩টি ব্রিজ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, এছাড়াও ৬টি ব্রিজ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে ১,১৭,৫০০ সুবিধাভোগীকে কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য কৃষি উপযোগী বিভিন্ন উপাদান এবং ছোট যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়েছে। Indian Major Carp (IMC)-র মীন, জিওল মাছ, মাছের খাদ্য ইত্যাদি দিয়ে ২০,৮৪৯ জন মৎস্যজীবীকে মৎস্য চাষে সহায়তা করা হয়েছে।

৮৯০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ অরণ্য সৃষ্টি করা হয়েছে ও নলখাগড়া, ঝাউ ইত্যাদি গাছ লাগানো হয়েছে। ২০১৯-২০ বর্ষে ৯৬০ হেক্টর এই ধরনের অরণ্য সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।

আমি, সুন্দরবন উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫১৮ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩৬ পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিভাগ

সম্প্রতি দু'টি নতুন জেলা ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান নিয়ে ৭টি জেলা (বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রাম) পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিভাগের প্রশাসনিক এক্তিয়ারভুক্ত হয়েছে। ৬৫১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৪টি ব্লক সহ ১২,৫৫৮টি গ্রাম এই বিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত।

চলতি বর্ষে এই বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের মাধ্যমে ৭০,৯৩,১৬৩ জন মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

এই বিভাগ অঞ্চলভিত্তিক স্কিম এবং বিভিন্ন প্রকল্প যার মধ্যে জীবিকা নির্বাহ প্রকল্প রূপায়ণে, জঙ্গলমহল অ্যাকশন প্যাকেজ (JAP)-এর মাধ্যমে ৫টি JAP জেলা সহ ৩৪টি ব্লকে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের উন্নয়ন এবং সামাজিক বিষয়গুলির প্রতি সচেতনতা বাড়াতে এই বিভাগ জঙ্গলমহল উৎসব উদ্‌যাপন করছে।

জঙ্গলমহলের ৭টি জেলায় চলতি বছরে এই বিভাগ ২,৮৫০টি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

আমি, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৯৮ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

ছোট, মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্প

৪.৩৭ ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্রশিল্প বিভাগ

৯৫টি আরও নতুন ক্ষুদ্র শিল্প Cluster গড়ে তোলা হয়েছে। ফলত এখন পূর্ববর্তী ৪২৫টির জায়গায় বেড়ে মোট ৫২০টি Cluster রয়েছে।

২০১৭-১৮ সালে MSME ক্ষেত্রগুলি ৪৪,০৫৯ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ পেয়েছে। চলতি বছরের (২০১৮-১৯) এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে ২০,২৮৭ কোটি

টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে, যা গত বছরের ওই একই সময়সীমায় দেওয়া ঋণের থেকে ১৩% বেশি।

নতুন আরও ২৩,৪১১টি হস্তচালিত তাঁত ও তার সরঞ্জাম তাঁত শিল্পীদের বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলার 'তন্তুজ' চলতি বছরের (২০১৮) নভেম্বর পর্যন্ত ১৮১.৩৫ কোটি টাকা বাণিজ্যিক আয় করেছে। গত অর্থবর্ষের (২০১৭-১৮) চেয়ে এই অর্থবর্ষের (২০১৮-১৯) একই সময়ে আয় প্রায় ২৮ শতাংশ বেশি।

১৯৭৬ সাল থেকে 'মঞ্জুষা' ধারাবাহিক মোট ৩৮ কোটি টাকার লোকসানের পর সর্বপ্রথম ২০১৫-১৬ সালে ২.৩২ কোটি টাকা লাভ করে। ওই বছরে (২০১৫-১৬) মঞ্জুষা ৪৭.৪১ কোটি টাকার ব্যবসা করে। তারপর এর লাভ অর্জন অব্যাহত রয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে এই সংস্থার লাভ ছিল ৫.৮৭ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯-এর নভেম্বর পর্যন্ত এই সংস্থা ৭৬.৮৮ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে।

শিল্পকে আরও শক্তিশালী ও আয়নির্ভর করতে বিভিন্ন জেলায় ৯টি সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হাব বা কর্মশালা তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

২০১৮'র নভেম্বর পর্যন্ত শিলিগুড়ি, বাঁকুড়া, মালদা ও দুর্গাপুরে —৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে সংলগ্ন জেলাগুলির জন্য প্রদর্শনীমূলক কর্মকাণ্ড চালানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

আমি, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্রশিল্প বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,০৩৩ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩৮ শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগ

২০১৮ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ২ দিনের 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট-২০১৮' অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে বিশ্বের ৩২টি দেশ এবং সারা ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও উদ্যোগপতি অংশগ্রহণ করেন। ওই সামিট থেকেই রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে মোট ১৪৫.৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ সালে 'WB Industrial Development Corporation Ltd.'-এর সহযোগিতায় এরাজ্যে ৮টি নতুন শিল্পক্ষেত্র গড়ে তোলার জন্য জমি নির্ধারিত

হয়েছে। সেখানে পরিকল্পনা অনুসারে শিল্পে ৫৮৩.৫৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ১,৮১৩ জন লোকের কর্ম সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

এছাড়াও আরও ৩৫টি কোম্পানিকে অঙ্কুরহাটিতে জেমস্ এবং জুয়েলারি শিল্পের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে। সেখানে ১২০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ২,৩৫৭ জনের কাজের সুযোগ হবে।

ঋষি বঙ্কিম শিল্পোদ্যানে ১৯.০৫৮ একর জমিতে ৮টি শিল্প ইউনিটকে জমি দেওয়া হয়েছে। এতে মোট ৪১৫.০৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ৫,৯০১ জন কর্মীর রোজগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পোদ্যানে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের শিল্পোৎপাদন শুরু করেছে— যেমন ক্যাভেন্টার অ্যাগ্রো, সিকা ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, কালিমাতা ব্যাপার প্রাঃ লিঃ; হস্ত ব্যাপার প্রাঃ লিঃ, আনন্দবাজার পত্রিকা, Ztest LLP, প্রকার ফুড, ইমামী অ্যাগ্রোটেক, এবি জুয়েলার্স প্রাঃ লিঃ ইত্যাদি। ওই একই সময়ে টাইটান কোম্পানি লিঃ-কে তাদের পণ্য উৎপাদনের জন্য চলতি অর্থবর্ষে ৮টি মডিউলে ২০,২৭৩ বর্গফুট জমির বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

হলদিয়া পেট্রোক্যামিক্যালস লিমিটেড সরকারি উদ্যোগের ফলে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এখন এটি ৯৭% ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ায় ৩,০০০ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

এই সংস্থা তার অধঃস্তন ২,৫০০টি সহযোগী প্লাসটিক শিল্পসংস্থাকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকে এবং বলাবাহুল্য এই সব সহযোগী শিল্পকে নির্ভর করে ৫ লক্ষ মানুষের জীবিকা গড়ে উঠেছে। পূর্বতন মিৎসুবিসি কেমিক্যালস্ (Mitsubishi Chemicals) পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, সেখানেও ২,৫০০ জন কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (WBIIDC) ২,১১০ একর জমির মধ্যে ১,৬২৩ একর জমি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টারে (IGC) ৪৮৯টি শিল্পসংস্থাকে দিয়েছে এবং ৩,৫১৯ কোটি টাকা প্রস্তাবিত মূলধন বিনিয়োগ করে ৪৪,৫১২ জন কর্মীর কাজের সুযোগ হয়েছে।

গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন (GCGSC), মেসার্স গেইল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (M/s GAIL (INDIA) Limited)-এর সঙ্গে যৌথ বাণিজ্যের শর্তে বেঙ্গল

গ্যাস লিঃ (Bengal Gas Ltd.) নাম নিয়ে প্রযুক্তিগতভাবে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহে অংশ গ্রহণ করতে চলেছে। সেই লক্ষ্য নিয়ে ২০১৯-২০ সালের মধ্যে ৭৫ কি.মি. পাইপ লাইন বসিয়ে এবং ৬টি CNG স্টেশনের মাধ্যমে প্রায় ২০ হাজার বাড়িতে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের কাজ করবে বলে স্থির হয়েছে।

এরই মধ্যে রাজ্যের ক্যাবিনেট স্ট্যান্ডিং কমিটি তাজপুর পোর্ট লিমিটেডকে প্রস্তুতিমূলক কাজের সম্মতি প্রদান করেছে এবং শীঘ্রই এই বিজ্ঞপ্তি জারি হবে।

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শিল্পোদ্যানে ২,৪৮৩ একর জমিকে কেন্দ্র করে উপাদান ভিত্তিক-নির্মাণ কেন্দ্র (IMC) গড়ে তোলার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

আমূল কোম্পানি (AMUL) ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়ন নিগমের সহায়তায় তৃতীয় দফায় হাওড়ার সাঁকরাইলে একটি ফুড পার্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব পেশ করেছে।

WBIDC বজবজ শিল্পাঞ্চল-এর ৯.৮৫ একর জমির মধ্যে থেকে ৭.২ লক্ষ বর্গফুট জমিকে পোশাক নির্মাণ শিল্পের (Garment Park) জন্য নির্বাচন করেছে। এছাড়াও নদীয়ার হরিণঘাটায় প্রস্তাবিত ৩৫৮ একর জমি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে ৯৫০.১৬ একর জমিতেও শিল্পোদ্যান (Industrial Park) তৈরি করার মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত হয়েছে।

WB Industrial Infrastructure Development Corporation (WBIIDC) মালদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথসেন্টারের (ফেজ II) ৬৭ একর জমি Gujarat Ambuja Exports Limited কে শিল্পোৎপাদনের জন্য দিয়েছে। এখানে ভুট্টা এবং অন্যান্য শস্য ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলা হবে। এর জন্য ২৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে এবং ৩২৫ জন কর্মীর কর্ম সংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

গোরাঙ্গডিহি এ.বি.সি. কোল মাইনে (ABC Coal Mine) বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ২০২০-২১ সালেই শুরু হয়ে যাবে। এছাড়াও ঝাড়গ্রামের গোরাপাহাড় অঞ্চলের সোনার নমুনা আকর এবং বাঁকুড়ার চন্দপাথারে টাংস্টেন উত্তোলনের পরীক্ষামূলক কাজ ২০১৯-২০ সালে শুরু করা হবে।

আমি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগের জন্য ১,৩০৪ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পরিষেবা বিষয়ক

৪.৩৯ পর্যটন বিভাগ

দুর্গাপুরে 'আহরণ' (AAHORAN) নামে State Institute of Hotel Management (SIHM) প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮'র জুলাইতে চালু হয়েছে।

সরকার এই প্রথমবার রাজ্যবাসীকে পর্যটনের বিভিন্ন স্থানেও আকর্ষণের ব্যাপারে অগ্রগতির জন্য রাজ্যের দীঘা, বোলপুর, বিষ্ণুপুর, চন্দননগর, কল্যাণী এবং নৈহাটি এই ৬টি জায়গায় 'বেঙ্গল ট্যুরিজম ফেস্টিভাল' (Bengal Tourism Festival)-এর আয়োজন করেছে। সেখানে, হাজারো মানুষের মিলন ঘটেছে।

WBTDCL-এর লজগুলিকে তিন তারা (3 Star) করার প্রকল্প সরকার হাতে নিয়েছে। ফেজ (Phase) অনুযায়ী এর কাজও শুরু হয়ে গেছে।

সম্ভাব্য বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসাবে 'ভোরের আলো ' নামক গাজলডোবা ইকো-ট্যুরিজম প্রোজেক্টের জন্য গত ৩ নভেম্বর ২০১৮-তে শিল্প বিনিয়োগকারীরা ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ সাক্ষাৎ (Investors meet) করে গেছেন।

শারদ উৎসবের অঙ্গ হিসাবে কোলকাতা Red Road Carnival 2018-তে রাজ্যবাসী সহ অনেক বিদেশি অতিথিবর্গ উপস্থিত থেকে সেখানে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সাক্ষী রইলেন।

উল্লেখ্য ২০১৮-১৯ সালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ট্যুরিস্ট লজগুলিকে সারাই করে নবরূপ দানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলি হল — জয়চণ্ডী পাহাড় ট্যুরিজম প্রোজেক্ট, পুরুলিয়ার পুঞ্চা ব্লকের বঙ্গভুক্তি উদ্যানে ভাষাসৌধ নির্মাণ, তিস্তা পর্যটক আবাস, পুরুলিয়ার দোলাডাঙ্গায় পর্যটনের উন্নতিসাধন, মুরুগুমা পর্যটনের উন্নতিসাধন, জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ, মূর্তি ট্যুরিস্ট লজ, পথিক মোটেল, শান্তিনিকেতন ট্যুরিস্ট লজ, বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজ।

আমি, পর্যটন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৮৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৪০ তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর প্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজারহাটে 'বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি' নামক IT HUB গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। সম্প্রতি আগস্ট ২০১৮-তে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী WBHIDCO-র ২০০ একর জমিতে গ্রিনফিল্ড সিলিকন ভ্যালি প্রোজেক্টের শুভ উদ্বোধন করেন যেখানে বিভিন্ন IT কোম্পানিগুলিকে জমিদানের ক্ষেত্রে নিলাম প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন দ্বিস্তরীয় (Tier-II) এবং ত্রিস্তরীয় (Tier-III) শহরগুলি যেমন —কৃষ্ণনগর, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, খড়গপুর, আসানসোল, বোলপুর, হলদিয়া, তারাতলা, হাওড়া, কল্যাণী, রাজারহাট, বড়জোড়া এবং পুরুলিয়ার মতো শহরগুলিতে ১৭টি IT পার্ক চালু হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ৭০.৫৪ শতাংশ জায়গা বরাদ্দ হয়ে গেছে। ১৯০টিরও বেশি কোম্পানি সেখানে সক্রিয় রয়েছে, এবং রাজ্যের ৩ হাজারেরও বেশি সুদক্ষ IT প্রশিক্ষিত যুবক-যুবতী সরাসরি নিযুক্ত হয়েছেন। এছাড়াও আরও ৯টি IT পার্ক সেক্টর-৫, কল্যাণী (Phase-II), দুর্গাপুর (Phase-III), বেলুড়, রাজারহাট (Phase-II), দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এ চালু হওয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। রাজ্যে ইলেক্ট্রনিক হার্ডওয়্যার শিল্পের বিকাশে সোনারপুরে ১০ একর জায়গায় হার্ডওয়্যার পার্ক তৈরি হয়েছে। এর জন্য জমির প্লট বণ্টনের ক্ষেত্রে অন্‌লাইনে 'আগে এলে আগে পাবে' ভিত্তিতে সরকার জমির প্লট বিতরণ করছে।

BHARAT NET PHASE-I-এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গে ৩,৩৫৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ২,৬৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৩৪১টি ব্লক হেডকোয়ার্টারের মধ্যে ২৭৫টি ব্লকের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক সংযোগ অর্থাৎ OFC (Optical Fibre Cable)-এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আমি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৪৭ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫

কর ও কর ব্যবস্থার সংস্কার

৫.১ VAT, বিক্রয়কর ও পণ্য প্রবেশকর নিরসন প্রকল্প (Settlement Scheme)ঃ

মাননীয় সদস্যগণ, আমরা ২০১৭-র জুন মাস থেকে নতুন যে সেটেলমেন্ট স্কিম চালু করেছিলাম তার ফলে ১,১০০ কোটি টাকার বকেয়া কর আদায় করতে পেরেছি।

আমরা VAT, CST এবং Entry Tax-এর ক্ষেত্রে পুরোনো বকেয়া করের জন্য ২০১৮ নভেম্বর থেকে একটা নতুন সেটেলমেন্ট স্কিম চালু করেছি। এখন VAT এবং CST-র Disputed Tax-এর ৩৫ শতাংশ দিয়েই সরাসরি নিরসন করা যাবে। Entry Tax-এর ক্ষেত্রেও ১০০ শতাংশ Tax দিয়ে পুরোনো বকেয়ার Interest এবং Penalty ছাড় পাওয়া যাবে।

৫.২ মোটর ভেহিক্যাল সেস

একইভাবে পুরানো মোটর ভেহিক্যাল কর-এর ক্ষেত্রেও একটি সেটলমেন্ট স্কিম আনা হয়েছে। এই স্কিমের মধ্যে ৩৫ শতাংশ অথবা ৫০ শতাংশ (যেমন প্রযোজ্য) বকেয়া কর দিলে সমস্ত পুরোনো কর নিরসন করতে পারবেন।

৫.৩ চা-এর ক্ষেত্রে করছাড়

আমি চা উৎপাদনের উপর শিক্ষা সেস ও গ্রামীণ রোজগার সেস আগামী ২ বছরের জন্য সম্পূর্ণ মকুব করার প্রস্তাব রাখছি।

৬

নতুন প্রয়াস

৬.১ যুব সমাজকে স্বরোজগারে উৎসাহী করে তুলতে আর্থিক সহায়তা প্রদান

২০১১ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে রাজ্য সরকার শিক্ষিত কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতীদের কাজের সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের স্বরোজগারের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার প্রতি বছর আরও ৫০ হাজার যুবক-যুবতীকে এককালীন ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেবে।

৬.২ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের অনারেরিয়াম্ বৃদ্ধি

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা শিশু বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাদের গুরুত্বকে সম্মান দিয়ে রাজ্য সরকার ২০১৮'র ১ অক্টোবর থেকে অনারেরিয়াম্ বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি, আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ২০১৯'র ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এই মাসিক ভাতা আরও ৫০০ টাকা করে বাড়ানো হচ্ছে। এর ফলে ২ লক্ষ ১০ হাজারেরও বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা উপকৃত হবেন।

৬.৩ আশাকর্মীদের অনারেরিয়াম্ বৃদ্ধি

আশাকর্মীরা দূর-দূরান্তের গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তাদের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে রাজ্য সরকার গত অক্টোবরেই (২০১৮) অনারেরিয়াম্ বাড়িয়েছিল।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ২০১৯'র ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিমাসে তাদের আরও ৫০০ টাকা করে অনারেরিয়াম্ বাড়ানো হচ্ছে। এর ফলে ৫০ হাজারেরও বেশি আশাকর্মী উপকৃত হবেন।

৬.৪ চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ-D ও গ্রুপ-C কর্মীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি

চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে সমস্ত চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ-D ও গ্রুপ-C কর্মীদের মাসিক পারিশ্রমিক আরও ২ হাজার টাকা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

একইভাবে চুক্তিভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের ক্ষেত্রেও পারিশ্রমিক প্রতিমাসে আরও ২ হাজার টাকা করে বাড়ানো হবে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে ২০১৯'র ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সবমিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষের মতো চুক্তিভিত্তিক কর্মী উপকৃত হবেন।

৬.৫ চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের চাকরির মেয়াদ শেষে Ex-gratia বৃদ্ধি

চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের চাকরির মেয়াদের শেষে ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই সরকার ২০১৬ সালে তাদের প্রাপ্য Ex-gratia ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করেছিল।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ২০১৯-এর ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এই Ex-gratia ২ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ লক্ষ টাকা করা হচ্ছে। এরফলে রাজ্যের প্রায় ১ লক্ষের মতো চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী উপকৃত হবেন।

৬.৬ চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ-D কর্মীদের বিশেষ সুবিধা

বর্তমানে একজন চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ-D কর্মীর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ৬০ বছর অবধি চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ-D হিসাবেই কাজ করতে হয়। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, রাজ্য সরকার এদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে ঠিক করেছে যে, যাঁরা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এবং তিন বছরের বেশি কাজ করেছেন তাঁরা চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ-C হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন। এর ফলে প্রায় ৫০,০০০ চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ-D কর্মীরা উপকৃত হবেন।

৭

উপসংহার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কর্মসংস্থান হল এই মা-মাটি-মানুষের সরকারের উন্নয়নের মূলমন্ত্র। তাড়াহুড়ো করে এবং পরিকল্পনাহীনভাবে GST চালু করা এবং একই সঙ্গে নোট বাতিলের ধাক্কায় আজও সারা দেশ ভুগছে। এসব সত্ত্বেও এই আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত আমরা রাজ্যে ৯ লক্ষ ৫ হাজার কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে পেরেছি।

আমি এই মহতী ভবনের মাননীয় সদস্যগণকে জানাচ্ছি যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছা ও প্রেরণায় এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি। আমি, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের জন্য, ২,৩৭,৯৬৪.৩৫ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্যার, আমি অতুল প্রসাদের একটি অসাধারণ রচনা দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই —যা আজকের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,

বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান;

দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান

জগ জন মানিবে বিস্ময়,

জগ জন মানিবে বিস্ময়!

আর্থিক বিবরণী, ২০১৯-২০২০

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০১৯-২০২০

(কোটি টাকার হিসাবে)

		প্রকৃত, ২০১৭-২০১৮	বাজেট, ২০১৮-২০১৯	সংশোধিত, ২০১৮-২০১৯	বাজেট, ২০১৯-২০২০
	আদায়				
১।	প্রারম্ভিক তহবিল	১৫.৭৯	(-)৩.০০	(-)২০.৫৮	(-)৫.০০
২।	রাজস্ব আদায়	১৩১২৭০.৩৯	১৪৬৭৪৭.৭৬	১৫২৬২৫.৪৮	১৬৪৩২৭.৯৫
৩।	মূলধনখাতে আদায়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	ঋণখাতে আদায়				
	(১) সরকারি ঋণ	৪৫৭৪৩.৮১	৬৭৯৯১.২৯	৭১৮২৮.৩০	৭৮৩৮৩.৫৩
	(২) ঋণ	২১৩.৫৯	২৮২২.৭৪	২৯৭.০১	৩৫০.০১
৫।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	৮২২৯২৬.৭২	৫৬১৭৭৪.৯৫	৮৫২২২৬.৭৪	৯০০৮৩৪.০৯
	মোট	**১০০০১৭০.৩০**	**৭৭৯৩৩৩.৭৪**	**১০৭৬৯৫৬.৯৫**	**১১৪৩৮৯০.৫৮**
	ব্যয়				
৬।	রাজস্বখাতে ব্যয়	১৪১০৭৭.৩৬	১৪৬৭৪৭.৭৬	১৬০১৪৯.৬০	১৬৪৩২৭.৯৫
৭।	মূলধনখাতে ব্যয়	১৯৩৬৮.০৮	২৫৭৫৫.৫৫	২৪৪১২.৪৫	২৬৬৬৬.৬১
৮।	ঋণখাতে ব্যয়				
	(১) সরকারি ঋণ	২৫০১০.৯২	৪১৫৮২.৮১	৪১৫১৬.৯৩	৪৬০৩২.০০
	(২) ঋণ	(-)৩০.৫৬	৮৭২.৬৩	৮৫৮.২৯	৯৩৭.৭৭
৯।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	৮১৪৭৬৫.০৮	৫৬৪৩৮০.৯৯	৮৫০০২৪.৬৮	৯০৫৯৩৫.২৫
১০।	সমাপ্তি তহবিল	(-)২০.৫৮	(-)৬.০০	(-)৫.০০	(-)৯.০০
	মোট	**১০০০১৭০.৩০**	**৭৭৯৩৩৩.৭৪**	**১০৭৬৯৫৬.৯৫**	**১১৪৩৮৯০.৫৮**

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০১৭-২০১৮	বাজেট, ২০১৮-২০১৯	সংশোধিত, ২০১৮-২০১৯	বাজেট, ২০১৯-২০২০
নীট ফল				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (–)				
(ক) রাজস্বখাতে	(-)৯৮০৬.৯৭	০.০০	(-)৭৫২৪.১২	০.০০
(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	৯৭৭০.৬০	(-)৩.০০	৭৫৩৯.৭০	(-)৪.০০
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	(-)৩৬.৩৭	(-)৩.০০	১৫.৫৮	(-)৪.০০
(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	(-)২০.৫৮	(-)৬.০০	(-)৫.০০	(-)৯.০০
(ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ/ অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা				
(১) রাজস্বখাতে	...	...	...	...
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	...	...	...	...
(চ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ				
(১) রাজস্বখাতে	...	...	...	...
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	...	...	...	...
(ছ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	...	...	...	...
(জ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)৯৮০৬.৯৭	০.০০	(-)৭৫২৪.১২	০.০০
(ঝ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-)২০.৫৮	(-)৬.০০	(-)৫.০০	(-)৯.০০